CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

CMYK

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 March, 2024 ■ আগরতলা ৮ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সরকারে সামিল তিপরা মথা, তবুও লড়াইয়ের হুঙ্কার প্রদ্যোতের

মন্ত্রী অনিমেষ ও প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু

বৃহস্পতিবার দরবার হলে শপথ বাক্য পাঠ করেন অনিমেষ দেববর্মা।

বৃহস্পতিবার দরবার হলে শপথ বাক্য পাঠ করেন বৃষকেতু দেববর্মা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় সদস্য হিসেবে অনিমেষ দেববর্মা এবং প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বৃষকেতু দেববর্মা আজ শপথ নিয়েছেন। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাজভবনে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। এরই মধ্য দিয়ে তিপরা মথা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির সাথে জোটে সামিল হয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা, কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ, পর্যটন ও পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা, তিপরা মথার আহ্বায়ক জগদীশ দেববর্মা, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ও রাজ্য প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা বলেন , আজ আগরতলা রাজভবনে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং প্রতিমন্ত্রী হিসাবে বৃষকেতু দেববর্মাকে শপথ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, "এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, উন্নত ত্রিপুরা" গড়ার ক্ষেত্রে তিপরা মথার সরকারে অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এদিন তিনি আরও বলেন, খুব শীঘ্রই মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন করা হবে।

এই বিষয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার জন্য অনিমেষ দেববর্মা এবং বৃষকেতু দেববর্মাকে আন্তরিক অভিনন্দন। এদিন শ্রী দেব দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের তাঁর দূরদর্শী নীতির অধীনে আপনারা উভয়েই ত্রিপুরাকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে চাইছেন। সেখানে জনজাতিদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার বিশ্বাস করে জনজাতি বিকাশের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলা সম্ভব। তা আজ বাস্তবায়ন হয়েছে। আগামীদিনে ত্রিপুরার স্বার্থে একত্রে কাজ করে যাব।

তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, আমাদের লক্ষ্য একই রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র ও ত্রিপুরা সরকরের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর মথার দুইজনকে মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়েছে। ক্যাবিনেট বৈঠকে তাঁরা জনগনের স্বার্থে কথা বলবেন। তাছাড়া, ক্যাবিনেটের বাইরে জনজাতিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমার লড়াই জারি থাকবে।

শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে খোশ মেজাজে বুবাগ্রা ও মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, দুই বিধায়ক মন্ত্রী সভায় যোগ দিলেও তিনি কখনো বিজেপিতে যোগ দেবেন না। তিনি বাইরে থেকে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখবেন। বিগত দিনে আইপিএফটি যে ভুল করেছিল সেই ভুল পুনরায় হবে না। মন্ত্রীসভায় যোগদান করার পর আইপিএফটির বিধায়করা জনজাতিদের অধিকারের আদায়ের লড়াই করা ভুলে গিয়েছিলেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, আগামীদিনে দিল্লিতে জনজাতিদের পক্ষে কথা বলার জন্য লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

এদিন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এদিন তিনি বলেন, মানুষকে সাহায্য করে আমাদের একমাত্র কাজ। দলের লক্ষ্য একই রয়েছে। প্রত্যেক দলের নিজস্ব দাবি থাকে। দল কোনোদিন একার নয়। তিপরা মথার সুপ্রিমো যেই সিদ্ধান্ত নেবেন আমাকে সেই দিকেই যেতে হবে।

এদিন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বৃষকেতু দেববর্মন। এদিন তিনি বলেন, আগামীদিনে জনগণের জন্য কাজ করে যাবেন। জনজাতিদের অধিকারের জন্য যথাসম্ভব লড়াই জারি থাকবে।

এদিকে, শপথ গ্রহণের পর আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার নবনিযুক্ত মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ও প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৪১৬.৭৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ নিগমের

ঘাটতি ৭৬.৭৫ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আগরতলা পুর নিগম ৪১৬.৭৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে। বাজেটে ঘাটতি ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আয় অনুমান করা হয়েছে ৪১৫.৯৭ টাকা।

আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে মেয়র দীপক মজুমদার চলতি অর্থ বছরের পূর্নাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন। এদিন মেয়র বলেন, শহরবাসীর সার্বিক সুবিধার বিষয়টি মাথায় রেখে ৪১৬.৭৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। তাতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই ঘাটতি মেটাতে প্রত্যক্ষ কর না বাড়িয়ে সম্পদ কর এবং ট্রেড লাইসেন্স বাবদ রাজস্ব আদায়ের উপর জোর দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি আরো বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য সর্বমোট রাজস্ব ও মূলধনী আয় ধরা হয়েছিল ৩৯৬৪৬ কোটি (তিনশ ছিয়ানব্বই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং উক্ত বছরের অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৯৭.০১ কোটি (তিনশ সাতানব্বই কোটি দশ হাজার) টাকা। ঘাটতি ছিল ৫৫.২২ লক্ষ (পঞ্চান্ন লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা। গত বৎসরের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে প্রস্তাবিত আয় ১৯.৫১ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১৯.৭৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দুদিনের নির্বাচনী প্রচারে মালদায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। যে কোনো সময় প্রকাশ হতে পারে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। তার আগেই ১৯৫ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে সকলকে চমকে দিয়েছে বিজেপি। এবার প্রচারেও অন্যান্য দলের থেকে এগিয়ে রয়েছে তারা। তাই প্রচারে ঝড় তুলতে দেশ জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন বিজেপির হেভিওয়েটরা। ইতিমধ্যে দুবার বাংলায় প্রচার সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাজ্যে এলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। দুই দিনের নির্বাচনি প্রচারে মালদায় এলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথে এদিন বিকেলে মালদায় এসে পৌঁছান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। এরপর পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকায় উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে বুথ সভাপতি সম্মেলনে অংশ নেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। জেলার উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি নেতা কর্মী এবং বুথ সভাপতিরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা

রাজ্যের ৬৯টি পরীক্ষাকেন্দ্র শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায় আজ মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) এর বাংলা/হিন্দি/ককবরক/মিজো, মাদ্রাসা আলিম (নতুন সিলেবাস) এর আরবিক/বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মোট ৬৯টি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজ মাধ্যমিক নতুন সিলেবাসের বাংলা/হিন্দি/ককবরক/মিজো ও মাদ্রাসা আলিম নতুন সিলেবাসের আরবিক/বাংলা পরীক্ষায় ৩২,৬২১ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তার মধ্যে ছাত্র ১৫,১৯২ জন ও ছাত্রী ১৭,৪২৯ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ৩২,৩৮১ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ১৫, ০৯৬ ও ছাত্রী ১৭,২৮৫ জন। অনুপস্থিত ছিল ৯৬ জন ছাত্র ও ১৪৪ জন ছাত্রী। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.২৬ শতাংশ। আজকের পরীক্ষায় পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটুনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পর্ষদ উপসচিব শুভাশিস চৌধুরী শংকরাচার্য উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। আগামী ৯ মার্চ উচ্চতর মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) এর বিজনেস স্টাডিস/ এডুকেশন/ ফিজিক্স, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস (নতুন সিলেবাস) এর এডুকেশন ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি (নতুন সিলেবাস) এর ইসলামিক হিস্ট্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

টিউজেএস ও আইপিএফটির মতো তিপ্রা মথাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে ঃ নরেশ জমাতিয়া

সরকারে গিয়ে ভুল করেছে মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। সরকারে গিয়ে ভুল করেছে তিপরা মথা। টিউজেএস ও আইপিএফটির মতো তিপ্রা মথাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা মথার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য সভাপতি নরেশ জমাতিয়া।

তিনি বলেন, তিপরা মথা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কারণ, জনগণ বিজেপি বিরোধী। আর সেই বিজেপি দলেই গিয়ে যোগ দিয়েছে। যারা সিএএ'র পক্ষে তাদের সাথে মিলে গিয়েছে তিপরা মথা বলে কটাক্ষ তাঁর। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইলেকট্রল বন্ড ঘোটালা নিয়ে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। বিজেপি সরকারের ইলেকট্রল বন্ড ঘোটালা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে অমান্য করে নরেন্দ্র মোদীর কালো চেহারা আড়াল করতে এসবিআই ন্যাক্কারজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এমনই অভিযোগ এনে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ এসবিআই এর মেলারমাঠস্থিত সদর দপ্তরের সামনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী জানান, যতদিন না পর্যন্ত এসবিআই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ইলেকট্রল বন্ড ক্রেতাদের নামের তালিকা প্রকাশ করছেন ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন জারি থাকবে।

উক্ত বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, প্রদেশ কংগ্রেস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃতীয় রাজ্যভিত্তিক গজরাজ উৎসবের উদ্বোধন

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বন ও বন্য প্রাণীকে রক্ষা করতে হবে ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বন ও বন্য প্রাণীকে রক্ষা করতে হবে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আজ উদয়পুরের চন্দ্রপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দুইদিন ব্যাপী তৃতীয় রাজ্যভিত্তিক গজরাজ উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, মানুষকে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য এই উৎসবের আয়োজন। প্রত্যেক প্রাণী যাতে খুব সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে তারজন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বন যাতে ধ্বংস না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার বলেন, বন ধ্বংস রোধ করে বন্য প্রাণী ও পাখিদের রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, হাতি আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিসিসিএফ ড় এ এম কানফাডে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলা বনাধিকারিক হরেকৃষ্ণ ভিগনেশ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

রোয়া প্রাথমিক গ্রামীণ কৃষি বাজারের উদ্বোধন

কৃষকরা হচ্ছেন আমাদের দেশের অন্নদাতা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। কৃষকরা হচ্ছেন আমাদের দেশের অন্নদাতা। কৃষকদের সার্বিক বিকাশে ও তাদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আজ পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রোয়া প্রাথমিক গ্রামীণ কৃষি বাজারের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে কৃষি মার্কেট রয়েছে ৫৫৪টি। এর মধ্যে প্রাথমিক হোল সেল মার্কেট রয়েছে ৮৪টি। গ্রামীণ বাজার আছে ৪৭০টি। গত সাড়ে পাঁচ বছরে বিভিন্ন বাজার তৈরী ও উন্নয়ন করতে সরকার প্রায় ১৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা পঞ্চম স্থানে রয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষকদের আধুনিক মানের কৃষি যপাতি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমাতে কৃষি তত্ত্বাবধায়ক এর কার্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৭টি করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের বাজেট বাড়িয়ে ৪৮২ কোটি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেল্পার নিয়োগকে কেন্দ্র করে ঝামেলা, বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ মার্চ ।। বাগবাসা বিধানসভার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুই হেল্পার নিয়োগকে কেন্দ্র করে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায়, প্রতিদিন পরিপূরক পুষ্টি খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

জানা গেছে, বিষ্ণুপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ভূমি দান করেছিলেন ছেরাগ আলি (৭০) সেই সময় এই ভূমিদানের ফলে উনার ভাইয়ের স্ত্রী খতিজা খাতুন চাকুরী প্রায়।

গত পাঁচ বছর আগে তিনি মারা যাওয়ায় তৎকালীন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সহ স্থানীয় পরিচালন বডি সিদ্ধান্ত মোতাবেক খতিজা খাতুনের পুত্রবধূ পিয়ারা বেগম লস্করকে ২০১৯ সালের ০৮ মার্চ সেখানে নিয়োগ করা হয়। এভাবেই চলছিল এতদিন বছরের পর বছর। কিন্তু মাসকয়েক পূর্বে কদমতলা সিডিপিও অফিস সহ সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে দুই নম্বর ওয়ার্ড থেকে রাহানা বেগম (স্বামী আব্দুল করিম) কে এক নম্বর ওয়ার্ডের বিষ্ণুপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য হেল্পারের পদে নিয়োগ করার বাধে বিপত্তি।

গত (৪ মার্চ) সোমবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রাহানা বেগম আসতেই স্বাভাবিক ভাবে শুরু হয় দুই হেল্পারের মধ্যে ঝগড়া। এমনকি দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনা কদমতলা থানা পর্যন্ত গড়ায়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বর্তমানে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ওয়ার্কার হিসাবে নিযুক্ত আছেন হুসনারা বেগম। উনার সাথে কথা বলে জানা যায়, এই সমস্যা চলার ফলে বেশ কয়েকদিন থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতিদিন পরিপূরক পুষ্টি খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

তাছাড়া হুসনারা বেগম আরো জানান এই বিষয়ে তিনি কদমতলা সিডিপিও বিশ্বজিৎ দাস ও সুপারভাইজার রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্যকে জানিয়েছেন। কিন্তু তারা এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এখন পর্যন্ত। এদিকে এলাকাবাসিদের সাথে কথা বলে জানা যায় দুই নম্বর ওয়ার্ড থেকে রাহানা বেগমকে এনে এক নম্বর ওয়ার্ডে হেল্পার হিসাবে যুক্ত করেছে দপ্তর। কারণ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে যেকোন কাউকে হেল্পারের নিয়োগের কথা রয়েছে। যদি কেউ এক নং ওয়ার্ড থেকে হেল্পার পদে চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন না করেন সে ক্ষেত্রে অন্য ওয়ার্ড থেকে চাকরি প্রদান করা যায়।

ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলার সময় ১নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে হেল্পারের চাকরি পাওয়ার জন্য বেশ কয়েকদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ মার্চ ।। কৈলাসহর বিদ্যানগর স্কুল মাঠে একটি গ্রীন রুমের ভিতরে এক ভিক্ষুকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। জানা যায় যে, সন্ধ্যাবেলা কৈলাসহর পুরপরিষদের এক কর্মী দেখতে পান যে কৈলাসহর বিদ্যানগর স্কুল মাঠে অবস্থিত একটি গ্রীন রুমের ভেতরে একজন ভিক্ষুক মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

তারপর তিনি সাথে সাথেই কৈলাসহর থানায় খবর পাঠান। ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যায় কৈলাসহর থানার এএসআই রবীন্দ্র মালাকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৪৯ ▫ ৮ মার্চ ২০২৪ ইং ▫ ২৪ ফাল্গুন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নারীদের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণের দিন। সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশ ও রাজ্যেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হলেও নারীরা এখনো পর্যন্ত তাহাদের অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করিতে পারিতেছেন না। এর দায় শুধুমাত্র নারীদের উপর ফেলিয়া দিলে চলিবে না, ইহার দায় মাথা পাতিয়া নিতে হইবে পুরুষ সমাজকেও। কেননা আমাদের দেশ ও রাজ্য এখনো পুরুষ শাসিত বলিলে ভুল হইবে না। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা এখনো শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হইতেছেন। নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হইলেও ইহার সঠিক বাস্তবায়ন হইতেছে না। এজন্য নারীদের আরো লড়াই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর না করিয়া প্রকৃত অর্থেই নারীরা যাহাতে তাহাদের অধিকার ভোগ করিতে পারেন তাহা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্রশক্তিকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছর মার্চ মাসের ৮ তারিখে পালিত হয়।সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসেবে এই দিবস উদ্যাপন করিয়া থাকেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারীদিবস উদ্যাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদ্যাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়।এই দিবসটি উদ্যাপনের পেছনে রহিয়াছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নামিয়াছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়াছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করিবার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয়ঃ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হইবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হইতে লাগল। বাংলাদেশেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার লাভের পূর্ব থেকেই এই দিবসটি পালিত হইতে শুরু করে। অতঃপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকে সারা পৃথিবী জুড়িয়াই পালিত হইতেছে দিনটি নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করিবার প্রত্যাশা নিয়া। সারা বিশ্বের সকল দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরিয়া ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে পালন করিয়া আসিতেছে সারাবিশ্বের মানুষ। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সংক্ষেপে আইডব্লিউডি বলা হইয়া থাকে। শ্রমিক আন্দোলন থেকেই উদ্ভূত হয় নারী দিবসের ধারণা। পরবর্তীতে দিনটি জাতিসংঘের স্বীকৃত পায় এবং প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হইতে থাকে।

ক্লারা জেটকিন, যাহার হাত ধরিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়।

১৯০৮ সালে কর্মঘণ্টা কমাইয়া আনা, বেতন বৃদ্ধি এবং ভোটাধিকারের দাবিতে প্রায় ১৫,০০০ নারী নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় আন্দোলনে নামিয়াছিল। মূলত এই আন্দোলনের মাঝেই লুকাইয়া ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে নারী দিবস পালনের বীজ। এই আন্দোলনের এক বছর পর আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম জাতীয় নারী দিবস ঘোষণা করে।জাতীয় পর্যায় থেকে দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পরিণত করিবার প্রথম উদ্যোগটি নিয়াছিলেন কমিউনিস্ট ও নারী অধিকার কর্মী ক্লারা জেটকিন। ১৯১০ সালে তিনি কোপেনহেগেনে কর্মজীবী নারীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ ধারণার প্রস্তাব দেন। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ১৭ দেশের ১০০ জন নারীর সকলেই তাহার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন।

এরপরের বছর, অর্থাৎ ১৯১১ সালে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো পালিত হইয়াছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০১১ সালে পালিত হয় দিনটির শতবর্ষ। প্রতি বছর একটু একটু করিয়া এগিয়ে ২০২৪ সালে আজ আমরা পালন করছি ১১৩তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস।আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণাটি যখন ক্লারা উত্থাপন করেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি।১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আগ পর্যন্ত দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায়নি বলিয়াই উল্লেখ রহিয়াছে । একই বছর রুশ নারীরা ”রুটি এবং শান্তি”-এর দাবিতে তৎকালীন জারের (রাশিয়ার সম্রাট) বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু করেন; এর ৪ দিনের মাথায় গদি ছাড়তে বাধ্য হইয়াছিল জার এবং জারের গদিতে বসা অস্থায়ী সরকার তখন নারীদের আনুষ্ঠানিক ভোটাধিকার দিয়াছিলেন।সে সময়ে রাশিয়ায় প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, নারীদের ধর্মঘট শুরু হইয়াছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি, রোববার। আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে এই দিনটি ছিল ৮ মার্চ; পরবর্তীতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৮ মার্চকেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ওয়েবসাইট অনুসারে বেগুনি, সবুজ এবং সাদা হল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রঙ।বেগুনি রঙ দিয়ে ন্যায়বিচার এবং মর্যাদাকে বোঝানো হয়। সবুজ আশার প্রতীক; আর সাদা বিশুদ্ধতার।

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাধা বিজেপি-র মহিলা নেত্রীদের

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : সন্দেশখালি যাওয়ার পথে রাজারহাটে বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার প্রতিনিধি দলকে পুলিশ বাধা দিলে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। বাধা পেয়ে বিজেপি মহিলা কর্মীরা রাস্তায় অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন। শ্লোগান দিতে থাকেন, “ছিছি ওয়াক থুঃ' বলে। পুলিশ তাদের জোর করে তুলে আটক করে নিয়ে যায়।

তাঁদের পথরোধ করতেই মহিলা নেত্রীরা প্রশ্ন তোলেন, “এখানে তো ১৪৪ ধারা নেই। তাহলে কেন আটকাচ্ছেন? আমাদের আটকানোর নির্দেশিকা দেখান।” পুলিশের বাধা ঠেলে এগোনোর চেষ্টার সময় ধস্তাধস্তি হয়। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, “শেখ শাহজাহান তো ধরা পড়েছে। আর কী লুকোনো আছে যে আপনারা সন্দেশখালি যাবেন?” অগ্নিমিত্রা পাল জবাবে বলেন, “অনেক কিছু লুকোনো আছে। আমরা সেগুলো বার করব।”

ওই তর্কের মধ্যেই পুরুষ ও মহিলা পুলিশদল বিজেপি মহিলা নেত্রীদের ঘিরে ঠেলে বাসে উঠিয়ে দেয়। লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, “আমরা জনপ্রতিনিধি। পুলিশ যেভাবে আমাদের ঠেলছে, সেটা পারে না। আপনি আগে মহিলা। তার পর পুলিশ। মানুষ দেখুক, কীভাবে ওরা মহিলাদের ওপর অত্যাচার করছে। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসার পথে পুলিশ সন্দেশখালির কিছু মহিলাকে আটকে দিয়েছিল। আমরা ওদের বলেছি, ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। কিন্তু পুলিশ যেতে দেবে না।”

শিবরাত্রি

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয় শিবরাত্রি ব্রত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে শিবরাত্রি এক বিশেষ দিন। যিনি মহান ঈশ্বর তিনিই মহেশ্বর। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় এবং প্রকৃত মহান এই প্রশ্নের সমাধান নিয়ে একবার ভীষণ বিবাদ শুরু হয়। শুধু কি বিবাদ? রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলতে থাকলে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে সৃষ্টি হবে কি করে এবং তাঁকে ধারণই বা করবেন কে? এই বিপদ থেকে মুক্তি দিতে স্বয়ং মহাদেব অতীব বিশাল স্তম্ভরূপ ধারণ পূর্বক হঠাৎ উভয়ের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হন। এই বিস্ময়কর অস্বাভাবিক অতীন্দ্রিয় স্তম্ভের উপস্থিতি কি ভাবে সম্ভব ? যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁরা সেই মূহুর্তে বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই বিশাল বিরাট বিপুল আকার স্তম্ভলিঙ্গ থেকে দৈববাণী হতে শোনা যায় - আমার এই লিঙ্গের আদি-অন্ত যে আবিস্কার করতে পারবে সেই প্রকৃত অর্থে বড় এবং মহান বলে গণ্য হবে। দৈববাণী নিঃসৃত স্তম্ভলিঙ্গের কথা শ্রবণ মাত্র ব্রহ্মা হংসরূপ ও বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ পূর্বক যথাক্রমে লিঙ্গের আদি ও অন্ত খুঁজতে শুরু করেন। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও তাঁরা অসফল হন। অবশেষে হতাশ হয়ে তাঁরা জ্যোতির্লিঙ্গের আরাধনায় মগ্ন হন। এইভাবে বহু বছর কেটে যায়। একদিন শিব তাঁদের উপর অতীব প্রসন্ন হয়ে তাঁদের সামনে স্তম্ভলিঙ্গের মধ্যে শ্বেতশুভ্র বেশে সশরীরে আবির্ভূত হয়ে দেখা দেন এবং বলেন - আমার এই রূপ সাধারণের জন্যে নয়। আমার এই জ্যোতির্ময় রূপ তাঁরা সহ্য করতে পারবে না। তাই আমার প্রস্তর লিঙ্গের পুজো করলেই আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হব। সেই হেতু মর্তে শিবের প্রতীক রূপে লিঙ্গ পুজোর প্রচলন। সেই দিনটি ছিল একটি পরম পবিত্র ও মহা তাৎপর্যপূর্ণময় একটি দিন যা অধুনা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে শিবরাত্রি নামে বহুল প্রচলিত।

পুরাণ মতে --- শ্বেতবরাহকল্পে ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির পর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ১, ৯৫,৫৮,৮৯,০৭৮ বছর সুতরাং জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছিল পূর্বোক্ত বছর আগে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। যে রাত্রিতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই রাত্রিটিকে দেবাদিদেব মহেশ্বর স্বয়ং শিবরাত্রি নামে পরিচিতি দিয়েছিলেন। জনশ্রুতি এই যে শিবরাত্রির পূণ্যলগ্নেই শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। উত্তরাখন্ডের রুদ্রপ্রয়াগে আছে ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির, মনে করা হয় এই মন্দিরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শিব-পার্বতী। পৌরহিত্য করেছিলেন স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা আর বিবাহের আয়োজক ছিলেন শ্রীবিষ্ণু। সাক্ষী ছিলেন সপ্ত ঋষি, তাঁরা হলেন --- অত্রি, অগস্ত, গৌতম, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজ (জৈমিনি ব্রাহ্মণ অনুসারে)।

মহাভারত প্রণেতা স্বয়ং ব্যাসদেব লিঙ্গার্চনাকে সূক্ষ্ম জ্ঞানীর কর্ম বলে মনে করেছেন। মহাভারতের যুগে মূর্তিতে ও লিঙ্গে উভয় আধারেই শিব পুজোর প্রচলন ছিল। তবে মূর্তি পুজোর প্রচলন ছিল সর্বাধিক । এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে --- অশ্বথমা তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছিলেন। আবার অর্জুনও তপস্যা করে একই বর লাভ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অশ্বথমার ব্রহ্মাস্ত্র শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। পন্ডিত প্রবর ব্যাসদেবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানিয়েছিলেন ---অর্জুন তপস্যাকালে লিঙ্গ মূর্তিতে শিব পুজো করেছিলেন আর অশ্বথমা শিব মূর্তিতে পুজো করেছিলেন বলে এই পরিণাম। তাই অশ্বথমা অর্জুনের সমকক্ষ হয়েও ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা বলেছেন --- নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে চাইলে তাঁকে লিঙ্গ পুজো করতেই হবে। দেবতা, দৈত্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মুনি, কিন্নর সকলেই লিঙ্গমূর্তি মহাদেবকে পুজো করে সিদ্ধিলাভ করবে। এই ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। লিঙ্গ মূর্তির পুজো অগ্রাহ্য করায় তারকাসুরের বিনাশ হয়েছিল।

দেবাদিদেব মহাদেব এই ব্রতধারী ভক্তদের ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। কোন এক সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দুর্গা শিবকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন-- কোন ব্রত দ্বারা তিনি সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হন ? শিব উত্তরে জানিয়েছিলেন-- সর্বশ্রেষ্ঠ হলো শিবচতুর্দশীর শিবরাত্রি ব্রত। এই ব্রত সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। যে ব্যক্তি নিস্কাম মনোভাব নিয়ে শিবরাত্রি ব্রত পালন করে সে ইচ্ছানুসার ভোগ ও মুক্তি লাভের অধিকারী হয়। ত্রয়োদশী তিথির পরে চতুর্দশী তিথি শুরু হলেও সেই তিথি ত্রয়োদশী দ্বারা অশুদ্ধ। তাই সেইদিন শিবরাত্রি ব্রত পালন করা অনুচিত। অশুদ্ধ চতুর্দশীতে যারা চতুর্দশী শিবরাত্রি ব্রত পালন করেন তাদের মুক্তি ও ভক্তি কোনটাই লাভ হয় না। অশুদ্ধ চতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত পালন করলে জাগতিক কিছু ঐশ্বর্য লাভ হয় ঠিকই কিন্তু পরমার্থিক অগ্রগতি লাভ হয় না যেটা সকলেরই কাম্য। বিষয়টি স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে। মানুষ যাতে বিভিন্ন ব্রত পালন দ্বারা দেবতা পদে উন্নীত হতে না পারে সেইজন্যে দেবতারা স্বেচ্ছায় তৃতীয়া, অষ্টমী, নবমী, একাদশী ও চতুর্দশী তিথিগুলোকে এইভাবে পূর্ব তিথি দ্বারা অশুদ্ধ করে রেখেছেন। বিচক্ষণ ব্রতীগণ শুদ্ধ তিথিতেই ব্রত পালন করেন। সুতরাং বিশুদ্ধ চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রির ব্রত পালন করা উচিত। বিশুদ্ধ চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রির ব্রত পালন করলে দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপা ভিক্ষা পাওয়া যায় অর্থাৎ জাগতিক ও পরমার্থিক ফল লাভ হয়। মনুষ্যকুলের যে কেউ এই ব্রত পালন করতে পারে। এই ব্রত পালন করা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। শিবরাত্রির ব্রতে একমাত্র উপবাসই প্রধান উপকরণ। শিবরাত্রির আগের দিন নিরামিষ খাবার খেতে হয়। মাটিতে খড় বা কম্বল বিছিয়ে শয়ন করতে হয়। পরের দিন অর্থাৎ শিবরাত্রির দিন ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে শিবরাত্রিতে উপবাস করে রাত্রিবেলায় শিবপুজো ও বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়। চার প্রহরের প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা, দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা শিবকে স্নান করিয়ে পুজো করতে হয়। নিজের একান্ত প্রিয় ফল দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে শিব তুষ্ট হন। দেবাদিদেব মহাদেবের সর্বাধিক প্রিয় খাবারগুলি হলো--- পুলিপিঠে, লাড্ডু, দই ও মিষ্টি দুধ। প্রিয় ফুল--- আকন্দ, ধুতুরা, পদ্ম, দূর্বা ও বেলপাতা। পঞ্চ প্রদীপের আরতি, ঘণ্টাধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে প্রণাম করতে হয়। এর বিনিময়ে ভক্তকে তিনি যথাযোগ্য ফলদান করেন এই ব্রত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই পালন করতে পারেন। মহানির্বাণ তন্ত্র মতে স্বয়ং শিব পার্বতীকে বলেছিলেন--- যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গার্চনা না করে অন্য দেবতার পুজো করে তাঁর পুজো কোনও দেবতাই গ্রহণ করেন না। শিবপুরাণ মতে, শিব মুখ নিঃসৃত শিবরাত্রি ব্রত কথা শোনার পরে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু প্রিয়জনের মঙ্গল কামনার্থে শিবরাত্রির ব্রত প্রচার করেছিলেন। স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন অবতাররা সর্বদা শিবের উপাসনা করতেন। সেইজন্যে দেখা যায় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্য দেবতা ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। শিবের বরেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণের ভগবৎ সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীবিষ্ণু দেবর্ষি নারদকেও ভোগ ও মোক্ষ প্রদানকারী শিবরাত্রির ব্রত কথা শুনিয়েছিলেন। স্বয়ং শিবাবতার আচার্য শঙ্কর বারোটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গকে জ্যোতির্ময় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সেইগুলো এই রকম ---বৈদ্যনাথেশ্বর মন্দির (দেওঘর, ঝাড়খন্ড), বিশ্বনাথ মন্দির (কাশী, উত্তরপ্রদেশ), কেদারনাথ মন্দির (উত্তরাখন্ড), সোমনাথ মন্দির (গুজরাট), নাগেশ্বর মন্দির (মহারাষ্ট্র), ভীমশঙ্কর মন্দির (নাসিক,মহারাষ্ট্র), ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির (নাসিক,মহারাষ্ট্র), ঘৃষ্ণেশ্বর মন্দির (ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র), মহাকালেশ্বর মন্দির (ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ), ওঁঙ্কারেশ্বর মন্দির (খান্ডোয়া, মধ্যপ্রদেশ), মল্লিকার্জুন মন্দির (কুর্নুল, অন্ধ্রপ্রদেশ), রামেশ্বর মন্দির (রামনাথপুরম, তামিলনাড়ু)।

পুরাণমতে, ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্যে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁদের মধ্যে সকলেই প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে ছিলেন নিতান্তই উদাসীন। পঞ্চপুত্রদের সকলেই তপস্যায় বেরিয়ে পড়েন। ব্রহ্মা তাঁদের আচরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁর ললাট থেকে জন্মগ্রহণ করেন সূর্যের ন্যায় গুণ সম্পন্ন তেজোদ্দীপ্ত রুদ্র। ব্রহ্মাকে রোদন করতে হয়েছিল বলে শিবের আরেক নাম রুদ্র। এটা পুরাণের কথা। আসলে শিব হলেন স্বয়ম্ভু। তিনি স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর যেমন আদি-অন্ত বলে কিছু নেই তেমনি তাঁর কোন সৃষ্টিকর্তাও নেই। রুদ্র ধ্বংসের দেবতা নামেও খ্যাত। সেই কারণে প্রত্যেকটি শ্মশানে একমাত্র শিবের ছবি বা মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি হলেই সেই বস্তু সমূহের ধ্বংস অনিবার্য। শরীর আছে বলেই তাঁর লয় প্রাপ্তি ঘটে। শিব যে কেবল মাত্র ধ্বংসের দেবতা নামেই খ্যাত তা কিন্তু নয়। তিনি সমস্ত প্রাণী জগতের ত্রাণকর্তাও এই কথাটি ভুললে চলবে না। কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশানুযায়ী অযোধ্যার রাজা দশরথ সস্ত্রীক শিব-দুর্গার মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন। রাজা দশরথের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহাদেবের নির্দেশে রাজা দশরথ বহু চেষ্টার পরে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ডেকে এনে সেই যজ্ঞ করিয়েছিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রভাবে শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে রাজা দশরথ তাঁর একমাত্র কন্যা শান্তার বিবাহ দিয়েছিলেন।

দেবাদিদেব শিব আরোগ্যের দেবতা নামেও চির পরিচিত। একবার দেবকুলের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করে তিনি আকূল ভাবে কাতর প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে শিব তাঁর মনোস্কাম পূর্ণ করেন। অশ্বিনীকুমার মহাদেবের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। আবার সমুদ্র মন্থনের শেষে যখন সমস্ত দেবতারা মিলে অমৃতের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন দেবাদিদেব ত্রিলোকেশ নাগরাজ বাসুকির চিকিৎসা করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের চিকিৎসায় বাসুকি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। তাই সাধারণ মানুষ মনের অপার বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে তাঁর কাছে মানত করেন, সে যতই দুরারোগ্য ব্যাধিই হোক না কেন। বৈদ্যের বৈদ্য বৈদ্যনাথ'কে এক মনে একাগ্র চিত্তে ডাকলে তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি অল্পেই তুষ্ট হন। শুধুমাত্র গঙ্গাজল, অখন্ড বিল্বপত্র ও ধুতুরা ফুল নিবেদন করলেই শিব অতীব প্রসন্ন হন এবং তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। গৃহস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কালো পাথরে নির্মিত লিঙ্গ পূজাই মঙ্গলজনক। স্বেত পাথরের তৈরী শিবলিঙ্গ কোন মতেই বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। স্বেত পাথরের তৈরী শিবলিঙ্গ সন্ন্যাসীদের উপাস্য, গৃহী ব্যক্তিদের পুজো করার কোন অধিকার নেই। শিব তাতে তুষ্ট না হয়ে বরং রুষ্ট হন। ফলঃস্বরূপ গৃহীদের অমঙ্গল হয়।

শিবের দাড়িগোঁফ বিশিষ্ট মূর্তি কেবল মাত্র তন্ত্রের পীঠস্থান কামাখ্যার মন্দির গাত্রে দেখতে পাওয়া যায়। কামাখ্যায় শিব আমিষাশী। শিব চতুর্দশীর দিনে শিবকে পাঠা বা খাসির মাংস এবং রুই বা কাতলা মাছ উৎসর্গ করা হয়।

শিবের মধ্যে বিপরিতধর্মী দুটো শক্তির যুগপৎ অস্তিত্বের কল্পনা করা হয় --- দেবাদিদেব মহাদেব জটাজুটধারী, শ্মশানবাসী, বাঘছাল পরিহিত, ভূত-প্রেত তাঁর নিত্যসঙ্গী, সাপ তাঁর অঙ্গের আভূষণ সেই কারণে তাঁকে ধ্বংসের দেবতা নামে অবিহিত করা হয়। আবার অন্যদিকে তিনি মহাযোগী ও মহান সন্ন্যাসী। তিনি ধ্যান যোগে সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। মাথায় দীর্ঘ জটা, কপালে তৃতীয় নেত্র যা গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির। কাশীধামে শিব সর্বদা বিরাজমান সেই কারণে কাশীতে কখনো ভূমিকম্প হয় না। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেই মঙ্গলারতি হয় সর্বপ্রথম। নিজ পত্নী অর্থাৎ কালীর পদ বক্ষে ধারণ করে শিবের এই নিশ্চল ভাব নিয়ে ভক্তের মনে যেমন কৌতূহলের অন্ত নেই তেমনি পুরাণ তন্ত্র মন্ত্রেও এই বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যারও শেষ নেই। শাস্ত্র মতে কালীর পদতলে শায়িত শিব কিন্তু আসলে শিব নয় বরং শব রূপেই গণ্য হন। শক্তিরূপিণী মহামায়ার কৃপা হলে মানুষের শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ মানুষ স্বরূপ লাভ করতে সক্ষম হয়। আবার অন্যদিক থেকে বললে বলতে হয় --- মাতৃশক্তির অধীনে পুরুষ শক্তি। পুরুষ শক্তি নিহিত থাকে নারী শক্তির মধ্যে। রুষ্ট মহামায়াকে তুষ্ট করতে হলে প্রয়োজন শিবের আরাধণা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা ভবতারিণী একবার রুষ্ট হয়েছিলেন বলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে শিবের পুজো করেছিলেন।

বাঙালি মনীষীদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ

সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ হয়তো ধর্মের নামে যে বেড়াজাল তা অনেক শিথিল হয়েছে এবং ধর্মের গোড়ামি অনেকটা কমানো গেছে। কিন্তু আজ হতে ১৫০-২০০ বছর আগে ধর্মের অনুশাসন ছিল সত্যিই দুর্লঙঘ্য। তারই মধ্যে কয়েকজন বাঙালি মনীষী নিড ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর জন্য সেই সব মনীষীদের অনেক ধর্মীয় অনুশাসন সহ্য করতে হয়েছিল এবং একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

বাঙালি মনীষীদের মধ্যে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর প্রথম যিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তিনি হলেন ইয়ং বেঙ্গলের সর্বাধিক বুদ্ধিদীপ্ত মনীষী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষ্ণমোহন। তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন সুবিখ্যা আলেকজান্ডার ডাফ। পরে কৃষ্ণমোহন তাঁর পত্নীকেও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা প্রদানের উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষ্ণমোহন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃতে ছিল অসাধারণ প্রতিভা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'ডিরোজিওর শিষ্য ও রামতনু লাহিড়ির যৌবন সুহৃদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করার পর দেশের মধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, বলতে গেলে তাহা আর থামেনি। পরবর্তী মনীষী মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি এক বৃহস্পতিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। আর এই ধর্মান্তকরণের মধ্যমণি ছিলেন কৃষ্ণমোহন। মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের বাড়ি যাতায়াত ছিল এবং কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা বেরকীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী কালে মধুসূদনের সঙ্গে রেবকীর বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে এই মাইকেল পুরুলিয়ায় একটি বালকের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সময় ধর্মপিতার কাজ করেন এবং এই উপলক্ষে একটি কবিতাও রচনা করেন।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এখানেও

বাঙালি মনীষীদের মধ্যে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর প্রথম যিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তিনি হলেন ইয়ং বেঙ্গলের সর্বাধিক বুদ্ধিদীপ্ত মনীষী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষ্ণমোহন।

ধর্মান্তকরণের পরে কৃষ্ণমোহনের প্রথম কন্যা কমল মণিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিবাহ করেন। পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পিতা প্রসন্নকুমার ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করে তাঁর সমূহ বিষয় সম্পত্তি ভাইয়ের ছেলে যতীন্দ্রমোহনকে দান করেন। গুপ্ত কবি সংবাদ প্রভাকরে লিখলেন 'জ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রবাবু জ্ঞানদাতা দিগের অনুগ্রহে খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধীয় যে চমৎকার জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, নিজ নতুন নিলয় হইতে যতারীতি ক্রমে সাধারণকে সেই জ্ঞান বিতরাণার্থ কয়েক দিবস বক্তৃতা করলে স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইয়াছে। দেখা যাউক, জ্ঞানেন্দ্রবাবু কি জগন দ্বারা আমারদিগ্যে অজ্ঞান করিয়া তোলেন। তিনি যত জ্ঞান প্রকাশ করুন, তাহাতে লোকে হতজ্ঞান না হইলেই রক্ষা পাইব। এইরূপ লেখাও জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বিচলিত করিতে পারে নাই। যদিও জ্ঞানেন্দ্রমোহনবাবুই হলেন এদেশে প্রথম ব্যারিস্টার। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক ছিলেন। অমর কবি অরু দত্ত ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কবির পিতা গোবিন্দ চন্দ্রও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। মধুসূদনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তরু দত্তের গৃহশিক্ষক শিবচন্দ্র ব্যানার্জিও গোড়া খ্রিস্টান ছিলেন। রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ব্রহ্মবাধব উপাধ্যায়ের পিতৃব্য। তিনি দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পিতৃব্য কালীচরণের প্রভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেতে গিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেন। তাঁদের শিক্ষত ডা. হেনরী গুডিভ। হেনরী সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন সূর্যকুমার এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র রাজারাম রায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এছাড়াও গোবিন্দ সামন্ত উপন্যাসের অমর স্রষ্টা লালবিহারী দে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পরে পার্শী খ্রিস্টান রেভারেন্ড হরমাদজি পেস্টনজির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এছাড়াও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্রে স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী লন্ডনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। উমেশচন্দ্র কিন্তু নিজধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। বহুভাষাবিদ কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মাত্র ১৩ বছরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তবে দেখা গেছে ধর্মান্তকরণের পরেও ওই সহ মনীষীরা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর নিজ মমত্ব দেখাতে ভোলেননি।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলাস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন

আগরতলাস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ০৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। দিবসটি পালনের লক্ষ্যে সহকারী হাই কমিশন কর্তৃক দূতালয় প্রাঙ্গনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিন সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় দূতালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় সংগীতের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দুপুর ০৩:৩০ ঘটিকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দুপুর ০৩:৩৫ ঘটিকায় জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যবৃন্দ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে ০১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। দুপুর ০৩:৩৬ ঘটিকায় জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যবৃন্দ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়। দুপুর ০৩:৪০ ঘটিকায় দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। অতঃপর দুপুর ০৩:৫০ ঘটিকায় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মহান মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব শ্রী স্বপন ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড় দেবব্রত দেবরয়, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী অমিত ভৌমিক প্রমুখ।সহকারী হাইকমিশনার জনাব আরিফ মোহাম্মাদ তার বক্তব্যে গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা ২ লাখ মা বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম এবং ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রন্টে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ছিলেন। মাত্র ১৮ মিনিটের এই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র 'স্বাধীনতা'। বঙ্গবন্ধুর শাণিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ।তিনি আরো উল্লেখ করেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিকগণ প্রতিনিয়ত ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে গবেষণা করছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ গুলোর ভেতর এক ব্যতিক্রমী ভাষণ হল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, যা ছিল সম্পূর্ণ অলিখিত। সেদিন তিনি যখন স্টেজে উঠে বক্তৃতা শুরু করলেন, মনে হলো তিনি যেন বাঙালি জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটি রচনা করছেন। ৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর অমর রচনা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, যেটি বাঙালি জাতির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন থেকে রচিত। যুগে যুগে সব সমাজের নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অনুপ্রেরণা জোগাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ডাক দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বিকাল ০৪:৫০ ঘটিকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর বিকাল ০৫:১০ ঘটিকায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সম্মানে আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সিভিল সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আগরতলা মিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত হন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র মিশনের প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান জনাব মোঃ রেজাউল হক চৌধুরী।

শঙ্খধ্বনি এবং পুষ্প বৃষ্টির মধ্যে বিজেপি-তে যোগ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : শঙ্খধ্বনি এবং পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানালেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। উঠল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিও।

অভিজিৎবাবু বলেন, "আমি সর্বভারতীয় দলে যোগ দিলাম। এমন একটি দল যার মাথায় নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহরা রয়েছেন। আমি দলের শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসাবে কাজ করতে চাই। আজ আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আমাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যের একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দলের বিদায় দেওয়া। যাতে ২০২৬ সালে আর তারা ক্ষমতায় আসতে না পারে।

এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর লড়াই যাতে শুরু করা যায়, তার জন্যই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। আমাকে যা দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা পালন করব।"

এর আগে এদিন ১১টা নাগাদ অভিজিতের সল্টলেকের বাসভবনে যান বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির নেতা সজল ঘোষ। তাঁরা অভিজিৎকে নিয়ে বিজেপির সল্টলেকের অফিসে আসেন। সেখানেই তাঁর যোগদান কর্মসূচি হয়।

অগ্নিমিত্রা বলেন, "আমি অভিজিৎবাবুকে নিতে এসেছি। আমরা ওঁকে সল্টলেকের অফিসে নিয়ে যাব। সেখানে যোগদান কর্মসূচি হবে। এর পর আমাদের একটা দল সন্দেশখালি যাব।" সজল বলেন, "এ রকম এক জন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে আমরা পাব। মানুষের কাছে উনি দেবতার মতো। এতে বিজেপিও সমৃদ্ধ হবে।"

রক্তমাখা মধুচন্দ্রিমা, দিঘার হোটেল থেকে 'ঝাঁপ' নববধূর

পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ মার্চ (হি.স.): মধুচন্দ্রিমায় এসে প্রাক্তন প্রেমিককে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডা ও অশান্তির মাঝে দিঘার হোটেল থেকে ঝাঁপ দিলেন নববধূ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তরুণীর স্বামীকে গণধোলাই দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের রাধা কুমারী এবং বিনোদ মিশ্রার বিয়ে হয় মাসখানেক আগে। দিঘায় মধুচন্দ্রিমায় যান নবদম্পতি। তাঁরা নিউ দিঘার একটি হোটেলে ওঠেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। বিয়ের আগে অপর এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নববধূর। তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়।

অশান্তির মাঝে রাধা রাগের চোটে তিনতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রথমে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তাঁর স্বামী। তবে শেষমেশ হাত ফসকে রাধা তিনতলা থেকে নিচে পড়ে যান।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিঘা থানা পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। দিঘা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কাঁথি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। উত্তেজিত জনতা ওই যুবককে গণধোলাই দেয়।

দিঘা থানার পুলিশ নববধূর স্বামীকে আটক করেছে। রাধা কুমারী প্রাক্তন প্রেমিককে নিয়ে অশান্তি নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অভিজিতের নির্দেশ খারিজের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে চাকরিহারারা

কলকাতা, ৭ মার্চ, (হি.স.): এসএসসি মামলায় নবম-দশম চাকরিহারাদের একাংশের এবার নয়া আবেদন। বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাই বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর নির্দেশ খারিজের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে চাকরিহারারা।

বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে নবম-দশম, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র চাকরিহারাদের নয়া আবেদন।

বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

মামলাকারীদের দাবি, বিচারপতি পদে থাকাকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রায় দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কখনই 'নিরপেক্ষ' বিচার করেননি। রাজনীতিতে যোগদানের আগে স্রেফ নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য এমন রায় দিয়েছেন। বিজেপিতে যোগদানের আগে বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে নির্দেশগুলি দিয়েছিলেন সেগুলির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই বলেই দাবি মামলাকারীদের। তাই সেই নির্দেশগুলি খারিজ করার দাবি চাকরিহারাদের একাংশের।

"শোর" প্রকল্পের কথা ঘোষণা রাজ্যের

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : "শোর" বা "সাস্টেনেবল হারনেশিং ওশান রিসোর্সেস অ্যান্ড ইকোনমি" নামের একটি প্রকল্প করছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে বৃহস্পতিবার এই খবর জানা গিয়েছে।

প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সুন্দরবন এলাকা। তাই বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রজেক্ট কাজ করবে, যার মোট অর্থ মূল্য ৪,১০০ কোটি টাকা।

সূত্রের খবর, সুন্দরবনের ৩৯ টি দ্বীপে প্রথম কাজ করা হবে। প্রথমেই ৫০ বাঁধ মেরামতের কাজ করা হবে। পাশাপাশি ইকো ট্যুরিজম সহ বিভিন্ন কাজ করা হবে। পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ভাবনাও নেওয়া হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকদের নিয়োগপত্র দিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী

দেরাদুন, ৭ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকদের নিয়োগপত্র প্রদান করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের অধীনে গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। নিয়োগপত্র প্রদান করে তিনি গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকদের অভিনন্দন জানান।

সকল আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ধামি বলেছেন, এখন আপনারা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাচ্ছেন। আপনাদের জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। মানুষের সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে রয়েছে। আশা করা যায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে এই কাজ আপনারা শুরু করবেন।

প্রতিকূলতা পেরিয়ে রোগী দেখছেন সবচেয়ে ছোট ডাক্তার গণেশ

ভাবনগর, ৭ মার্চ (হি. স.): বয়স ২৩, উচ্চতা মাত্র ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। ওজন ১৮ কেজি।

দৈহিক উচ্চতা কম হওয়ায় নিজের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হতে বসেছিল ২৩ বছর বয়সী গণেশ বারাইয়ার। তিনি ২০১৮ সালে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উচ্চতা কম হওয়ায় মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তাঁকে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ দেয়নি। গণেশ তাঁর ইচ্ছে জারি রাখেন, তিনি আইনি পদক্ষেপ নেন। শেষমেশ জয় হয়। যাবতীয় প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে পাশ করেছেন এমবিবিএস। গোটা বিশ্ব এখন তাঁকে চিনছে ""সবচেয়ে খর্বকায় চিকিৎসক"" হিসাবে।

গণেশ জানিয়েছেন, ডাক্তারির সর্বভারতীয় পরীক্ষা নিটে ভাল র‍্যাঙ্ক করেন। কিন্তু এমবিবিএস কোর্সে তাঁকে ভর্তিই হতে দেওয়া হচ্ছিল না তাঁর শারীরিক অক্ষমতার জন্য। কিন্তু হাল ছাড়েননি বারাইয়া। আইনী লড়াইয়ে নামেন তিনি। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট অবধি।

শীর্ষ আদালতের তরফে বারাইয়ার সপক্ষেই রায় দেয়। এখন তিনি এমবিবিএস পাস করে হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক। জানা গেছে, আগামিদিনে তিনি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হতে চান। কোর্স শেষ হলে তিনিই হবেন শারীরিকভাবে পৃথিবীর সবথেকে কম উচ্চতার চিকিৎসক।

এসপি বিধায়ক ইরফান সোলাঙ্কি ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ঠিকানায় ইডির হানা

কানপুর, ৭ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দল সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র বিধায়ক ইরফান সোলাঙ্কি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়দের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। এদিন সকাল থেকেই এই অভিযান শুরু করে ইডির দল।

প্রথমে ইডির ৬টি দল বিধায়কের জাজমউয়ের বাড়িতে পৌঁছে অভিযান শুরু করে। ইরফান ছাড়াও ইডির টিম তার ভাইদের বাড়িতেও হানা দেয়।

উল্লেখ্য, গত ১ বছর ধরে জেলে রয়েছেন সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক ইরফান।

বৃহস্পতিবার সকালে, ইডির উত্তর প্রদেশের সদর দফতর লখনউ থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ৬টি দল এসপি বিধায়ক ইরফান সোলাঙ্কির বেকনগঞ্জের বাড়িতে এবং তার ভাইদের বাড়িতে অভিযান শুরু করে।

বাড়িতে উপস্থিত সকল সদস্যের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে ইডির আধিকারিকরা। অভিযানের সময় প্রতিটি মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। উল্লেখ্য, জমি দখল সহ আরও অনেক মামলায় মহারাজগঞ্জ জেলে রয়েছেন এসপি বিধায়ক ইরফান।

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর এই প্রথম উপত্যকায় জনসভা প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর, ৭ মার্চ (হি. স.) : বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে জনসভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর এই ৫ বছরে প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এদিন শ্রীনগরের বকসি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা রয়েছে। সভাস্থল বিরাট বড় না হলেও, প্রধানমন্ত্রীর সভা হওয়ায় বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্যারামিলিটারি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে বকসি স্টেডিয়ামকে।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১১০০টি বাস ছাড়বে। এছাড়া শ্রীনগরের বিভিন্ন স্কুল থেকেও ১০০টি বাস ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বিজেপির দাবি, ২ লক্ষেরও বেশি জনসমাগম হবে প্রধানমন্ত্রীর সভায়। ইতিমধ্যেই জম্মু থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ শ্রীনগরে এসে পৌঁছেছেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় জায়ান্ট স্ক্রিনও বসানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখানোর জন্য।

বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ বলেন, "এখানে (জম্মু-কাশ্মীরে) উন্নয়ন হয়েছে, শিল্প তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। কাশ্মীরে দুর্নীতি শেষ হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের মানুষরা ৩৭০ অনুচ্ছেদের শিকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথা শুনতে আসবে।" এদিনের এই সভা থেকে জম্মু-কাশ্মীরের কৃষি ও পর্যটন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি তিনি হজরতবুল দরগার সংস্কার প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করা এবং জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেওয়ায় আদতে যে উপত্যকাবাসী উপকৃতই হয়েছে, তা তুলে ধরা হবে এই সভা থেকে। পাশাপাশি কাশ্মীরে শান্তি ফেরানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচারও করা হবে।

আগ্রায় তফসিলি জাতি মহাসম্মেলনে ভাষণ দেবেন জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি. স.) :ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় তফসিলি জাতি মহাসম্মেলনে ভাষণ দেবেন। বিজেপি তার এক্স হ্যান্ডেলে জাতীয় সভাপতির আগ্রা কর্মসূচি শেয়ার করেছে।

বিজেপির এক্স হ্যান্ডেল অনুসারে, ভারতীয় জনতা পার্টির তফসিল মোর্চার তত্ত্বাবধানে কোঠি মীনা বাজারে এই সম্মেলন শুরু হবে।

শাহজাহান তদন্ত, সিবিআই দফতরে ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে গেলেন ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরব ভারিল। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গিয়ে সন্দেশখালিতে 'আক্রান্ত' হয়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। এই হামলায় অভিযোগের আঙুল উঠেছিল শাহজাহান শেখের বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির তরফে মূল অভিযোগকারী ছিলেন ইডির এই শীর্ষ পদাধিকারী।

সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তে রাজ্য পুলিশ গৌরবের বয়ান নথিভুক্ত করতে কলকাতায় ইডির দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি জানান যে ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁকে দু'বার তলব করেছিল সিআইডি-ও। সেই গৌরবই বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সিবিআই দফতরে গেলেন।

ঘটনাচক্রে, আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। দু'দিনের টালবাহানার পরে বুধবার সন্ধ্যাতেই শাহজাহানকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে গিয়েছে সিবিআই। ৫৫ দিন ধরে 'নিখোঁজ' থাকা নেতার বর্তমান বাসস্থান কলকাতার সিবিআই দফতর। এই আবহে সন্দেশখালির ঘটনার অভিযোগকারী তথা ইডির ডেপুটি ডিরেক্টরের সিবিআই দফতরে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ফের আক্রমণ তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্ম পতাকা হাতে নেবেন বলে ঘোষণা করার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। তাঁকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। যে বিচারপতিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন বামপন্থীরা, সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎকে তীব্র সমালোচনা করেছে সিপিএম।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ফের আক্রমণ করল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাঁজা বলেন, "তাঁর ঘরে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আসা যাওয়া ছিল। আজকে পরিষ্কার যে, উনি বিচারপতির আসনে বসে

ধরমশালায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে নজির গড়ার সামনে যশস্বী

ধরমশালা, ৭ মার্চ (হি.স.) : যশস্বী জয়সওয়াল। ভারতীয় ক্রিকেটের এই ওপেনার চলতি সিরিজের সেরা আবিষ্কার। ইংল্যান্ড সিরিজে ধারাবাহিক ভাবে রান করে চলেছেন ভারতের এই তরুন ওপেনার। দু'টি দ্বিশতরান ইতিমধ্যেই তাঁর হয়ে গিয়েছে। সেই যশস্বীর সামনে ধরমশালার পঞ্চম টেস্টে আরও একটি নজির গড়ার সুযোগ এসে গেছে। আর ধরমশালায় এই নজির গড়ার জন্য তাঁর দরকার মাত্র ৪৫ রান। আর তা করতে পারলেই তিনি প্রথম ভারতীয় হিসাবে সেই নজির গড়ে ফেলতে পারবেন। কি সেই নজির : এখনও পর্যন্ত জয়সওয়াল ইংল্যান্ড সিরিজে ৬৫৫ রান করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি সিরিজে ব্যক্তিগত রানের নিরিখে বিরাট কোহলির সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম স্থানে রয়েছেন তিনি। কোহলি ৬৫৫ রান করেছেন ৪ টি টেস্ট খেলে। যশস্বী যদি এই টেস্টে আর ৪৫ রান করতে পারেন তাহলেই কোহলির রেকর্ড ভেঙে দেবেন। শুধু তাই নয়, প্রথম ভারতীয় হিসাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি সিরিজে ৭০০ রান করার রেকর্ড গড়বেন। উল্লেখ্য, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে আজ পর্যন্ত মাত্র দু'জন ব্যাটসম্যান ৭০০ রানের গন্ডি পেরোতে পেরেছেন। এরমধ্যে দুইজনই ইংল্যান্ডের। একজন গ্রাহাম গুচ এবং অন্যজন জো রুট। ১৯৯০ সালের সিরিজে গুচ ৭৫২ রান করেছিলেন। সেটাই সর্বোচ্চ রান। আর ২০২১-২২ সালে ভারত সফরে এসে রুট করেছিলেন ৭৩৭ রান। তিনি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাহুল দ্রাবিড়ের ৬০২ রান অনেকদিন এক নম্বরে ছিল। তা ২০১৬ সালে ভেঙেছিলেন কোহলি।

লোকসভার আগেই এনডিএ জোটে ফিরছে বিজেডি?

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি. স.): লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ। এবার আরও এক নতুন সমীকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, এনডিএ-তে ফিরতে চলেছে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি।

জোর জল্পনা, পুরনো সম্পর্ক ফের জোড়া লাগতে চলেছে। এনডিএতে ফিরতে চলেছে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি। বুধবার নবীন পট্টনায়েকের সরকারি বাসভবনে একটি বৈঠকে বসেছিল। জানা যায়, নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এনডিএ-তে বিজেডি প্রত্যাবর্তন করলে দেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হবে। যদিও এনডিএতে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে বিজেডির তরফে কিছু জানানো হয়নি, তবে জোট ইস্যুতে যে আলোচনা হয়েছে, তা স্বীকার করেছে বিজেডি।

উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় আবাসনে ভয়াবহ আগুন

নয়ডা, ৭ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডার একটি আবাসনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গ্রেটার নয়ডার পশ্চিমে অবস্থিত ২টি ফ্ল্যাটে বৃহস্পতিবার সকালে আগুন লাগে। গ্রেটার নয়ডার পশ্চিমের গৌড় সিটির ২-১৬ নম্বর অ্যাভিনিউয়ের সি-ব্লক থেকে আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় দমকলকে। আগুন লাগার কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে সঠিক সময়ে পৌঁছয় দমকল বাহিনী।

জানা গেছে, আগুন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। দমকল বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন, দুটি ফ্ল্যাটে যে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে সেখানে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

জন ঔষধি দিবসের শুভেচ্ছা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৭ মার্চ (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বৃহস্পতিবার জন ঔষধি দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি গুণমানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যাদব এদিন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গুণমানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছেন। সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য ওষুধের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত-এর মাধ্যমে দরিদ্রদের উন্নত চিকিৎসার পথও সুগম করেছেন। জন ঔষধি দিবসে জনগণের সুস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নারী তুমি অনন্যা

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্য

সর্বযুগে তথা সর্বকালে এবং পৌরাণিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার হিসাবে মানুষের মনে নারীশক্তি একটি স্থায়ী স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।রূপ ,গুণ , কর্মদক্ষতা ও সহনশীলতায় সবেতেই অদ্বিতীয়া নারী হল সকল শক্তির আধার ; মানবজাতির স্রষ্টা। কথায় আছে, 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'। ঘরে -বাইরে সব জায়গায় একাহাতেই নারী সুষ্ঠুভাবে সামলাতে পারে কারও সাহায্য না নিয়েই। আধুনিক সমাজে নারী আজ আর পিছিয়ে নেই। শিক্ষা, কর্তৃত্বে,গুণে, মানে সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে নারী আজ প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারাও কোনো অংশে কম নয়।

সেই আদি কাল থেকে যুগে যুগে ইতিহাস সমৃদ্ধির তালিকায় নারীরাই সমাজে শীর্ষস্থান গ্রহণ করে এসেছে। নারীরাই সমাজের প্রকৃত স্থপতি। রূপে, গুণে, দক্ষতায় সবেতেই সম্পূর্ণা নারী হল সকল শক্তির আঁধার। শুধু তাই নয়,

বর্তমান সমাজে নারীরা কোন দিক দিয়েই আর পিছিয়ে নেই। নারীরা তাদের শিক্ষা, অধিকার, কর্মে সব ক্ষেত্রেই তারা কোন অংশে কম নয় তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই সমাজে পুরুষদের যতটুকু সম্মান পাওয়া উচিত তেমনি নারীদেরও সম্মান পাওয়া উচিত।

একজন নারীর বুদ্ধিমত্তা, সাহস, ব্যক্তিত্ব, অহংকার এবং প্রত্যুতপন্নমতিত্ব কোনো অংশেই পুরুষের থেকে কম নয় তা বর্তমান যুগের আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রমাণিত এক সত্য। অমিত সম্ভাবনার অধিকারী নারী হল শক্তির প্রকৃত আধার। নারীদের শক্তি বিহীন পৃথিবী সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

নারীশক্তির বাস্তবায়ন বা নারীর ক্ষমতায়নের মানে হলো, সমাজের প্রতিটি স্তরে এমন একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নারী স্বমহিমায় স্বাধীন ভাবে বিচরণ করবে এবং যোগ্য মর্যাদার অধিকারিনী হয়ে উঠবে; নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে বস্তুগত, মানবিক ও জ্ঞান সম্পদের উপর। সেদিনই নারীজাতি পাবে পূর্ণ মর্যাদা নারী বিহীন পুরুষের একক প্রচেষ্টা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের কথা কল্পনা করা বৃথা।

স্ব নির্ভরশীলতাকে বাস্তব আকার প্রদান করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে সারা বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার। নারী শক্তি বা নারীর ক্ষমতা ব্যাপক অর্থে একজন নারীর স্বকীয়তা, নিজস্বতা এবং সর্বোপরি স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিকাশকে চিহ্নিত করে।

নারী হলো সমাজের অর্ধেক অংশ। একজন স্ত্রী, বোন, কন্যাসহ মর্যাদাপূর্ণ সব সম্পর্কের বন্ধনে নারীজাতি সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের প্রাক্কালে সমস্ত নারীদের প্রতি রইল অসীম শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পুষ্টিকর হলেও অতিরিক্ত আমলকি খেলে সমস্যা হতে পারে

ছোট্ট একটি ফল। একটু কষ ও তেঁতো ভাব থাকলেও আমলকি খাওয়ার পর মিষ্টি লাগে। কমলার চেয়েও না-কি বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে আমলকিতে। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান রয়েছে এতে।

শুধু শরীর নয়, ত্বক ও চুলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানেও কার্যকরী ফল এটি। আয়ুর্বেদে আমলকির ব্যবহার সর্বত্র।

চুলের জেল্লা বৃদ্ধি, রুক্ষতা কমানো, ত্বকের উজ্জ্বলতা, পেটের সমস্যা দূর, শরীর চাঙা- এমন হাজারও উপকার করে আমলকি। আমলকিতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট একাধিক রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তবে অতিরিক্ত আমলকি খেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সুস্থ থাকতে আমলকি কতটুকু খাবেন ও অতিরিক্ত আমলকি খেলে কী হতে পারে- জুস বা অন্য কোনোভাবে খাওয়ার থেকে আমলকি চিবিয়ে খাওয়াই ভালো। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১-২টি আমলকি খাওয়া যায়। এতে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। তবে দিনে দু'একটির বেশি আমলকি খাওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। এ কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

সার্জারি হলে আমলকি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। এ ছাড়াও ব্লাড থিনিংয়ের ওষুধ খেলে চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে আমলকি খাওয়া উচিত। অন্তঃসত্ত্বা বা স্তন্যদানকারী মায়েরাও আমলকি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। হার্টের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বেশি মাত্রায় আমলকি খাওয়ার অভ্যাস। বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদরোগের সমস্যা থাকলে ফলটি খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আমলকির প্রভাবে অ্যালার্জিও হতে পারে। এ ছাড়াও পাকস্থলীর কৃমি, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, পেটের ব্যথা হতে পারে।

এ ফল শরীরের তাপমাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। তাই বেশি পরিমাণে আমলকি খেলে জ্বর-সর্দি বা কাশি হতে পারে।

বাচ্চার গলায় কিছু আটকে গেলে তৎক্ষণাত যা করা উচিত

বাচ্চারা খেলতে খেলতে অনেক সময় কিছু ছোট জিনিস মুখে দিয়ে ফেলে এবং কোনো কারণে সেটি গলায় আটকে যায়। যার ফলে হতে পারে বড় বিপদ। কিন্তু সেই সময় তাড়াহুড়ো করে কি করবেন না করবেন এই নিয়ে অনেকেই ভেবে পাননা। তাই আজ আমরা এই নিয়েই কিছু বলবো। যা আপনার বাচ্চার গলায় আটকে গেলে সহজেই বের করতে পারবেন।

আসুন তাহলে জেনে নেয়া যাক কি করবেন-

১-আপনার বাচ্চাকে প্রথমে উল্টো করে আপনার বাং হাতের ওপরে শোয়ান। পিঠের দিকটা উঁচু করে মুখটা নিচে রাখুন। তারপর আপনার দেন হাত দিয়ে আপনি বাচ্চার পিঠে চাপড় মারুন আসতে আসতে। দেখবেন গলায় কিছু আটকে গেলে বেরিয়ে আসবে।

২-আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, বাচ্চাকে সোজা করে অর্থাতচিত করে শুইয়ে দিন। বাচ্চার বুকের মাঝখান থেকে মালিশ করুন নিচ থেকে ওপর দিকে। অর্থাতমালিশের পদ্ধতি হবে বুক থেকে মুখের দিকে। এর ফলে, বাচ্চার ওপরের অংশে একটা চাপ সৃষ্টি হবে। এটা করার পরেই আগের পদ্ধতিতে বাচ্চাকে হাতের ওপর উল্টে নিয়ে পিঠে চাপড় দিন। বাচ্চার মুখ দিয়ে খাবারের টুকরো বেরিয়ে আসতে পারে।

৩- একদম ছোট্ট বাচ্চার ওপরে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন তাতনিক মোকাবিলায়। ৩ থেকে ৪ বার চাপড় দিলেও যদি না আসে বা বাচ্চা না কাঁদে, তবে ডাক্তারের কাছে যান সঙ্গে সঙ্গেই।

হাঁপানির সমস্যা? কী কী খাবেন অবশ্যই জেনেনিন একঝলকে

অ্যাজমা বা হাঁপানির নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। এমন কোনো ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি, যা হাঁপানি একেবারে সারিয়ে দিতে পারে। একেবারে না সারলেও ওষুধ কিংবা ইনহেলারের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আবার নিয়মমতো ডায়েট মেনে চললেও হাঁপানির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ফুসফুসকে হাঁপানি রক্ষা করার জন্য অ্যাভোক্যাডো খুবই উপকারী একটা ফল।

কলা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সব দিক দিয়ে খুবই উপকারী একটি ফল। চিকিৎসকরা বলেন, রোজ একটা করে কলা খেলে হাঁপানির আশঙ্কা ৩৪ শতাংশ কমে যায়। কারণ কলায় উচ্চমাত্রায় ফাইবার থাকে, যা হাঁপানি থেকে আমাদের ফুসফুসকে বাঁচায়। কলার মতো সবুজ শাকসবজিও শরীরের পক্ষে সবসময়ই উপকারী। বিশেষ করে পালং শাক। পালং শাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়াম ও বেটা ক্যারোটিন থাকে। এগুলো সবই হাঁপানি প্রতিরোধকারী উপাদান। জীবাণু ধ্বংসের জন্য হলুদ খুবই উপকারী একটি উপাদান। তাই হাঁপানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাবারে হলুদ ব্যবহার করা প্রয়োজন। আপেলের গুণাগুণ অনেক। তবে বেশিরভাগ মানুষই জানেন না, হাঁপানি থেকে ফুসফুসকে রক্ষা করার জন্য আপেলের মতো উপকারী ফল খুব কমই আছে।

দুধের সঙ্গে খেজুর মিশিয়ে খাওয়ার বেশ কিছু উপকার

দুধের যেমন উপকারি তেমন খেজুরও প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিনে পরিপূর্ণ। আর তাই গরম দুধে খেজুর মিশিয়ে খেতে পারলে তার উপকার অনেক। অনেকেই ব্রেকফাস্টে খেজুর খান। তেমনই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আবার এক কাপ গরম দুধ খাওয়ার অভ্যেস রয়েছে অনেকের। এই অভ্যাসে সামান্য বদল আনুন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক কাপ বা এক গ্লাস গরম দুধে দুটো খেজুর দিয়ে খান।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দৃষ্টিশক্তি হবে সব সমস্যার সমাধান।

যে উপকার পাবেন- ত্বক এবং চুলের জন্য কার্যকর-দুধ এবং খেজুর ত্বক আর চুলের জন্য খুব উপকারী হতে পারে। ত্বকের দাগ ছোপ দূর করে। যাঁদের অতিরিক্ত চুল পড়ছে তারাও একবার খেয়ে দেখতে পারেন এই খেজুর দুধ। শরীরে এনার্জি দেয়-দুধের মধ্যে খেজুর মিশিয়ে খেলে শরীর দুর্বল লাগা, মাথা ঘোরা এসব থেকে মুক্তি পাবেন। এছাড়াও যারা জটিল কোনও অসুখে ভুগছেন তাঁরাও এই দুধ খেলে ভালো ফল পাবেন। পেট পরিষ্কার থাকবে। চোখের সমস্যায়-দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতেও এই খেজুর দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিতকরা। এছাড়াও চোখে আঞ্জনির সমস্যায়, যারা একটানা কম্পিউটারের সামনে কাজ করেন তাদেরও খেজুর দুধ খেতে বলছেন চিকিৎসকরা। ওজন বাড়াতে-অনেকেই আছেন যারা ওজন বাড়াতে চান। তারা এই খেজুর দুধ খেতে পারলে বেশ ভালো। কারণ এটি খুবই স্বাস্থ্যকর। টানা বেশ কয়েক সপ্তাহ খেলে ওজন বাড়বে। ডায়াবিটিসেও উপকারী-দুধ এবং খেজুর খাওয়া ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী হতে পারে। এছাড়াও হাড় শক্তিশালী করে দুধ-খেজুর। মাংসপেশী তৈরি করতেও খুব সাহায্য করে দুধ।

যখন তখন পেট জ্বালা? বড় কোনও রোগের লক্ষণ নয় তো

জ্বালা কেন হয়? পেট জ্বালা তখনই করে, যখন পেটে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। খুব ঝাল, মশলাদার খাবার খেলে পেট জ্বালা করে। কারণ তখন অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গিয়ে উদর এবং ডিওডিনাম অংশে প্রদাহ হয়। এছাড়াও দীর্ঘ সময় উপবাসের পর জ্বালা বোধ হতে পারে।

ব্যধির উৎস কী?

ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী। হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি নামে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে পেট জ্বালা করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সংক্রমণ থেকে গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা হতে পারে বা হতে পারে আপার গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ডিজঅর্ডার থেকে।

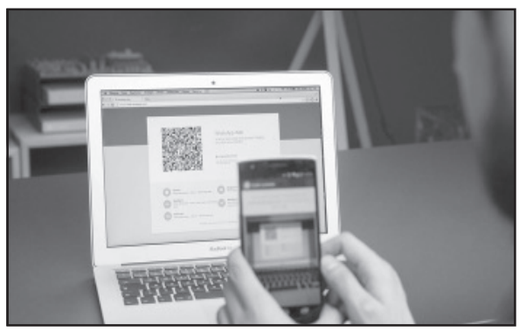

পেনকিলার আসক্তি : মুঠো মুঠো 'পেনকিলার' যাঁরা খান, তাঁদের ক্ষেত্রে খুব 'কমন' সমস্যা পেটে জ্বালা। 'পেনরিলিভার' বা 'পেনকিলার'গুলি পরিচিত নন---স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস নামে (এনএসএআইডিএস)। এগুলির অতি-মাত্রায় সেবনে অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস এবং ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিস হতে পারে। নিয়মিত যাঁরা খান, তাঁদের পেটের সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়স বেড়ে যাওয়া : বয়স্ক ব্যক্তিদের গ্যাসট্রাইটিস হওয়ার বর্ধিত আশঙ্কা থাকে। কারণ তাঁদের 'স্টমাক লাইনিং' বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়। তাছাড়াও এঁদের হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্পবয়স্কদের তুলনায় বেশি হয়। অতিরিক্ত মদ্যপান : অ্যালকোহল সেবনে 'স্টমাক লাইনিং' ক্ষয়ে যায়। ফলে পেট বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলির প্রতি অতি-সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত মদ্যপানে অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তীব্র মানসিক চাপ : কোনও অস্ত্রোপচার বা চোট-আঘাত বা অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিংবা কোনও বড় ধরনের সংক্রমণের পর প্রচণ্ড মানসিক এবং শারীরিক চাপ তৈরি হয়। তার থেকেও অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস ও পেট জ্বালা হয়। পরিত্রাণ পেতে কিছু নিয়ম মেনে চলুন। যেমন— ১) 'ট্রিগার' ফুড যেমন ক্যাফিন, অ্যালকোহল, তেল-মশলাদার খাবার বর্জন করুন। ধূমপান থেকেও দূরে থাকুন। ২) টকজাতীয় খাবার কম খান। ৩) রাতে বেশি দেরিতে খাবার খাবেন না। খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়া ঠিক নয়। ৪) নিয়মিত ব্যবধানে অল্প, অল্প খান। একেবারে বেশি খেয়ে ফেলবেন না ৫) মানসিক চাপ, অবসাদ যতটা সম্ভব কম করুন। ৬) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ৭) বেশি করে জল খান। ৮) খুব কষ্ট হলে, নিরাময় পেতে লাইম সোডা খেতে পারেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শমতো কোনও লিকুইড অ্যান্টাসিড বা ট্যাবলেট অ্যান্টাসিডও চলতে পারে। ডাক্তারের দ্বারস্থ কখন যদি পেট জ্বালার সঙ্গে হার্ট বার্নও হয়। যদি সমস্যা দু'দিনের বেশি সময় ধরে থাকে। মলের রং কালো হয়। পেট জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যদি পেটে তীব্র ব্যথাও হয়, নির্দিষ্ট কোনও জায়গায়। বমি হয়। হঠাৎ করেই যদি ওজন অনেকটা কমে যায়। জ্বর আসে। যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, রাত জাগতে হয়।

কীভাবে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপে ব্যবহার করবেন হোয়াটসঅ্যাপ?

বর্তমানে মোবাইল নির্ভর যুগে হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া যেন জীবনটাই অচল। বন্ধুমহলের সঙ্গে যোগাযোগ হোক কিংবা কর্মক্ষেত্রের কাজকর্ম, সবকিছুর জন্যই অতি জরুরি হয়ে পড়েছে এই মেসেজিং অ্যাপ। আর সেটি যাতে স্মার্টফোনের পাশাপাশি নির্ঝঞ্ঝাটে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ থেকেও ব্যবহার করা যায়, তাতে বিশেষ জোর দিচ্ছে সংস্থা। জানেন কি, আপনার মোবাইলটি কাছেপিঠে না থাকলেও ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটকে দিব্যি ব্যবহার করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ? পাঠানো যাবে টেক্সট, ছবি কিংবা ভিডিও। বর্তমানে একসঙ্গে চারটি ডিভাইস থেকে একেই নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা যায়। তার জন্য মোবাইলের নেটওয়ার্ক অনলাইন না থাকলেও চলে। অর্থাৎ আপনার ফোনটি সুইচড অফ থাকলেও অনায়াসে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ থেকে জনপ্রিয় অ্যাপের মাধ্যমে চ্যাটিং করতে পারবেন। তবে টানা ১৪ দিন আপনি মোবাইলটি ব্যবহার না করলে অন্য ডিভাইস থেকেও তা নিজে থেকে লগআউট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু সময় মেসেজ ঢুকতে খানিকটা বেশি সময় নেয়। এই সমস্যাটিও মেটানোর চেষ্টা করছে জুকারবার্গের সংস্থা। চলু জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ফোন ছাড়াই ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করবেন। ১. হোয়াটসঅ্যাপের ডেস্কটপ ভার্সানটি ডাউনলোড করা না থাকলে ব্রাউজারে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব টাইপ করুন। ২. ওয়েব লিংকে ক্লিক করলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে ক্যুট্ট কোড। ৩. এবার স্মার্টফোনের হোয়াটসঅ্যাপ অন করে সেটিংস থেকে লিংক ডিভাইসে গিয়ে ক্যুট্ট কোডটি স্ক্যান করুন। ৪. যেভাবে পেটিএম কিংবা গুগল পের মাধ্যমে টাকা পেমেন্টের সময় স্ক্যান করেন, সেভাবেই স্ক্যান করতে হবে। ৫. স্ক্যান হয়ে একবার লগ ইন হয়ে গেলে আর আপনার স্মার্টফোনটির প্রয়োজন নেই। যদি আপনি আইফোন থেকে অন্য ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ লিংক করে থাকেন, তাহলে কিন্তু সেই অন্য ডিভাইস থেকে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ডিলিট করতে পারবেন না। পাশাপাশি ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপে লাইভ লোকেশনও দেখা যায় না।

বর্ষাকালে দই খেয়ে শরীরের ক্ষতি করছেন না তো?

দইয়ে পুষ্টিগুণ সকলেরই জানা। যারা মেদ ঝরাতে ডায়েটিং করছেন তাদের রোজকার পাতে তো দই অপিহার্য। কিন্তু এখন তো বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বাড়ির বয়স্ক সদস্য, দিদিমা-ঠাকুমারা বলেন শ্রাবণ মাসে বা বর্ষাকালে দই খেতে নেই। সত্যি কি তাই? কী বলছে আয়ুর্বেদ?

দইয়ে রয়েছে ক্যালশিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন। পুষ্টিগুণও বেশ বেশি। কিন্তু বর্ষাকালে দই খাওয়া নিয়ে মতান্তর রয়েছে। আয়ুর্বেদ বলছে, শ্রাবণ মাসে দই খাওয়া উচিৎ নয়। কারণ, ভরা বর্ষায় পিত্ত, বাত এবং পেট সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে। আর দইয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় দই খেলে একাধিক শারীরিক সমস্যা বাড়ার আশঙ্কাও থাকে। যেমন-গলাব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, হজমের সমস্যা হতে পারে। যাদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে তাদেরও এই সময় দই খেতে নিষেধ করেন পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা। যদিও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। বর্ষায় হজমের সমস্যা হয়। দই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। চিকিৎসকরা বলছে, দই স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু সব খাবারের সঙ্গে দই খাওয়া চলে না। দইয়ের ভুল সঙ্গী নির্বাচনের ফলে উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশি। তাই দই খাওয়ার সঠিক উপায় জেনে নেওয়া প্রয়োজন। জানেন কীভাবে খাবেন দই? পুষ্টিবিদরা বলছেন, বর্ষাকালে দই খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ এবং বিট নুন দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পরে আরও কিছুটা নুন মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে দই। এই মিশ্রণ একদিকে যেমন ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, তেমনই হজম ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ঝটপট সারিয়ে ফেলে গলা ধরার সমস্যাও। তবে বর্ষাকালে অনেকদিনের পুরনো দইয়ের চেয়ে তাজা দই খাওয়াই উপযুক্ত। দইয়ের সঙ্গে বাদাম, ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের জন্য ট্রেনের বাতিলকরণ, পথ পরিবর্তন ও আংশিক বাতিলকরণ

আটকে থাকা যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০৭ মার্চ, ২০২৪: রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে বাইহাটায় প্রি-নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজ, চাংসারিতে নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং বাইহাটা ও চাংসারির মধ্যে ডাবল লাইন চালু করার জন্য সিআরএস পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, ২৬টি ট্রেন কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও এবং বিপরীত দিশায় পথ পরিবর্তন করবে এবং ১২টি গুয়াহাটি-রঙিয়ার মধ্যে আংশিক বাতিল করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে বাতিল/পথ পরিবর্তন/আংশিক বাতিল ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ এনটিইএস-এর মাধ্যমে যাত্রীদের দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এছাড়াও, বাতিল/পথ পরিবর্তন/আংশিক বাতিল ট্রেনগুলির আটকে থাকা যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁওয়ের মধ্যে ০৭ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত চালানো হবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৫৮৬৯ (নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি) স্পেশাল নিউ বঙাইগাঁও থেকে ১৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে গুয়াহাটিতে পৌঁছবে ১৮.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৮৭০ (গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) স্পেশাল গুয়াহাটি থেকে ১৯.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছবে ২৩.৩০ ঘণ্টায়। এই স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রা পথে প্রত্যেকটি স্টেশনে স্টপেজ দিবে।

কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জীবন বীমা অফারগুলিকে উন্নত করল

কোম্পানির লক্ষ্য একটি নতুন ডিস্ট্রিবিউশন টাই-আপের মাধ্যমে তার গ্রাহক ভিত্তিকে প্রসারিত করা, বীমা অনুপ্রবেশ বাড়ানোর জন্য অংশীদার নেটওয়ার্কের সুবিধা ব্যবহার করা

নিউ দিল্লি, ৫ মার্চ, ২০২৪: কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের (টিজিবি) সাথে একটি নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে যাতে রাজ্যের মধ্যে টিজিবি-এর বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জীবন বীমা পণ্যের একটি পরিসীমা অফার করা যায়। এই সহযোগিতা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে, যা কোম্পানির বীমা সমাধানগুলিকে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের কাছে নিয়ে আসে। নতুন যুক্ত হওয়া আঞ্চলিক ব্যাঙ্কের অংশীদার সপ্তম রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক (আরআরবি), কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিতরণ নেটওয়ার্কে যুক্ত হলো।

কৌশলগত জোট ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অনন্য চাহিদা এবং পছন্দগুলি পরিবেশন করার জন্য কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স দ্বারা প্রদত্ত বিস্তৃত জীবন বীমা সমাধান থেকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করবে। ত্রিপুরার মধ্যে টিজিবি-এর ১৫০টি শাখার শক্তিশালী উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, অ্যাসোসিয়েশন কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্সকে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৩০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহকদের কাছে অফার করতে সক্ষম করবে।

আটটি জেলা জুড়ে শাখা সহ ত্রিপুরার একচেটিয়া রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক হিসাবে, অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল সম্প্রদায়গুলিকে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা রক্ষা করতে এবং সকলের কাছে বীমাকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সংস্থানগুলি দিয়ে সজ্জিত করা। বীমা সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর তাদের নিবেদিত মনোযোগের মাধ্যমে, উভয় সংস্থাই বীমা ব্যবধান পূরণ করার জন্য আবেগের সাথে কাজ করছে, বিশেষ করে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে। তাদের যৌথ লক্ষ্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুরক্ষা প্রসারিত করা এবং ত্রিপুরার বৃহত্তর সংখ্যক ব্যক্তিকে টেকসই বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া, সবার জন্য একটি উজ্জ্বল এবং আরও সুরক্ষিত ভবিষ্যত নিশ্চিত করা।

মিঃ ঋষি মাথুর, চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার - অল্টারনেটিভ চ্যানেলস এবং চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার, কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, মন্তব্য করেন, "আমরা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাথে হাত মেলাতে পেরে উচ্ছ্বসিত, যারা শহর ও গ্রামীণ ত্রিপুরা জুড়ে সম্প্রদায়ের সেবা করার প্রতিশ্রুতির জন্য বিখ্যাত। অংশীদারিত্ব আমাদের গ্রাহকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আর্থিক নিরাপত্তার লক্ষ্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের মিশনকে সমর্থন করে বিস্তৃত গ্রাহকদের কাছে আমাদের বীমা সমাধানগুলি অফার করতে সক্ষম করবে। বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, এই সহযোগিতা ত্রিপুরা এবং ক্রমবর্ধমান উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে বীমার ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করে এবং সকলকে বীমার আওতায় আনতে আমাদের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।"

শ্রী সত্যেন্দ্র সিং, চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অংশীদারিত্বের বিষয়ে তার চিন্তাভাবনা শেয়ার করেছেন, "আমাদের প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অতুলনীয় বীমা পণ্য এবং সর্বোত্তম শ্রেণীর পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি। কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে আমাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের আর্থিক নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে, ব্যাপক জীবন বীমা সমাধান অফার করতে প্রস্তুত।"

কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা জুড়ে ব্যক্তি ও পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুরক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ের প্রস্তাব প্রদানের জন্য একত্রিত হওয়ায়, এই অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে প্রতিনিধিত্ব করছে।

সিবিআই হেফাজতে প্রথম রাতেই ঘুম উড়েছে শাহজাহানের

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান আপাতত সিবিআই হেফাজতে। রাত ৯টা ২২ মিনিট নাগাদ তাঁকে নিয়ে গোয়েন্দা আধিকারিকরা পৌঁছন নিজাম প্যালেসে। ৫৫ দিন 'লুকিয়ে' থাকার পর বুধবার সিবিআই হেফাজতে প্রথম রাতেই ঘুম উড়েছে শাহজাহানের।

সিবিআই সূত্রে খবর, বুধবার জোকা ইএসআই হাসপাতাল থেকে ফেরার পর রাত্রিবেলাই ঘণ্টা দু'য়েক জেরা করা হয় শাহজাহানকে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই রাতে ভাত,ডাল, সবজি খেতে দেওয়া হয়েছে। হালকা খাবার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল থেকে। আরও জানা গিয়েছে, নিজাম প্যালেসে যে ঘরে পার্থ,অনুব্রত রাত কাটিয়েছেন সেই ঘরেই রাখা হয়েছে শাহাজানকে। রাতেও সিআরপিএফ প্রহরা ছিল শাহজানের ঘরের বাইরে। ঘুমানোর সুযোগ দেওয়া হলেও নাকি ঘুম উড়েছে সন্দেশখালির 'বাঘের'।

সূত্রের খবর, এরপর বৃহস্পতিবার সকালে দেওয়া হয়েছে চা-বিস্কুট। যদিও, ব্রেকফাস্টেই তিনি ভাত খেতে আবদার করেছেন বলে খবর। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে সকালে দেওয়া হবে রুটি, সবজি। এরপর সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে জেরা পর্ব বলে সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে।

ইডির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে তলব আদালতের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি. স.): অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকছেন। হাজির হচ্ছেন ভোটের প্রচারেও। কিন্তু হাজিরা দিচ্ছেন না ইডির সমনে। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কেজরিওয়ালের নামে অভিযোগ জানালো আদালতে। আদালত জানিয়েছে, ১৬ মার্চ আম আদমি পার্টির (আপ) সুপ্রিমোকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৮ বার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তলব করেছে ইডি। কিন্তু প্রতিবারই তিনি উপেক্ষা করেছেন। হাজির দেননি একবারও। তিনি এও জানিয়েছিলেন, ১২ মার্চের পর ভার্চুয়ালি ইডির মুখোমুখি হতে রাজি। এরপরই বুধবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার আদালত নির্দেশ দেয়, ১৬ মার্চ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে।

অভিজিৎকে নারী দিবসের সভায় তুলোধোনা মমতার

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বেরোনর সময় সদ্য পদত্যাগী বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বিজেপিতে যাচ্ছি। বৃহস্পতিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নিয়ে অভিজিৎবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য বাংলা থেকে তৃণমূলের সরকারের বিদায় সূচনা নিশ্চিত করা।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ডোরিনা ক্রসিংয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাম না করে যার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতার কথায়, 'বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপিবাবু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন! এদের হাতে মানুষ বিচার পাবেন? তবে আমি খুশি, এদের মুখোশটা খুলে পড়ে গেছে। এবার জনগণ ওঁর রায় দেবে।'

লোকসভা ভোটে তমলুক থেকে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তার বিরুদ্ধে তৃণমূল কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। এদিন ওই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী।

মমতার কথায়, 'তৈরি থাকুন, আপনি যেখানে দাঁড়াবেন সেখানে আমি স্টুডেন্টদের নিয়ে যাব! ওরাই আপনার বিচার করবে, যাদের চাকরি আপনি খেয়েছেন।'

রাজনীতির পাশাপাশি মমতা আইনজীবীও। তাঁর কথায়, 'আমি জাজ নিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে বলতে পারি। আমিও একজন আইনজীবী, আইনে কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক আমরাও জানি।'

মমতা বলেন, 'কোনও সুযোগ না দিয়ে ওয়ান সাইট গেম। অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালাগালি দিত। রায় দেখে অনেকে আমাকে বলেওছেন, যা সব রায় বেরোচ্ছে, রায় দেখে তো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও ভয়ে পালিয়ে যাবে। তবে ওঁর মুখ থেকে মুখোশটা শেষ পর্যন্ত খসে পড়েছে এতে আমরা খুশী।'

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়ের পাশাপাশি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক পর্যবেক্ষণকে ঘিরে বিভিন্নসময় সমাজে শোরগোল তৈরি হয়েছিল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বিচারপতিকে আড়ালে থেকে রাজনীতি না করে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামার আহ্বানও জানিয়েছিলেন।

এমনকী বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পরও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, 'তৃণমূলই তাঁর অনুপ্রেরণা। শাসকদল তাঁকে এভাবে আক্রমণ না করলে হয়তো নতুন এই জগতের কথা তিনি ভাবতেনই না।'

বিজেপি মহিলা নেত্রীদের পথরোধের সমালোচনা অমিত মালব্যর

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : সন্দেশখালি যেতে না দিয়ে রাজারহাটেই আটক বিজেপি মহিলা নেত্রীদের পথরোধের সমালোচনা করেছেন দলের পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, শেখ শাহজাহানের কালো ছায়া এখনও ঘিরে আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলার মেয়েদের জন্য তিনি যেন আর কুমিরের কান্না না কাঁদেন। একটি সম্প্রদায়ের ভোটের জন্য শেখ শাহজাহানের মত দুষ্কৃতীদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন মমতা।" প্রসঙ্গত, এ দিন দুপুরে নিউ টাউনের বিশ্ববাংলা গেটের কাছ থেকে দলের মহিলা প্রতিনিধিরা রওনা হওয়ার পরেই পুলিশ পথরোধ করে। দলের সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, আর এক সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, দলের জাতীয় মুখপাত্র তথা প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ ও মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনি পাত্র প্রমুখ।

নারীদিবসের প্রাক্কালে তাঁরা সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচি নিয়ে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রওনা দেওয়ার আগে নিউটাউনেই তাঁদের আটকে দিল পুলিশ। বাকবিতণ্ডার পর রাস্তায় বসে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় বলে অভিযোগ।

এইই প্রথম নয়। এর আগে একাধিকবার অশান্ত সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাধা পেয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা। বার বার অগ্নিমিত্রা পাল, ফাল্গুণী পাত্র-সহ মহিলা মোর্চার নেত্রীরা যাওয়ার চেষ্টা করেও শেষমেশ সফল হননি। প্রতিবারই ১৪৪ ধারা জারি থাকার কারণ দেখিয়ে তাঁদের আটকানো হয়েছে। কখনও সন্দেশখালি সংলগ্ন অঞ্চলে, কখনও আবার ধামাখালি, ভোজের হাট অর্থাৎ সন্দেশখালিতে ঢোকার আগেই পুলিশি বাধার মুখে পড়েছেন তাঁরা।

রুজিরার মামলায় ইডির আর্জি নাকচ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি.স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হওয়া তদন্তে ইডির পরিধি বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় ইডি। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালত ইডির আর্জি খারিজ করে দিয়ে জানিয়ে দিল, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল থাকবে।

ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে যায় ইডি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি হৃষিকেশ রায় এবং প্রশান্তকুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা ওঠে। ইডির তরফে আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারলে এসভি রাজু।

ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, যে হেতু হাই কোর্ট একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে, তাই এতে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না।

সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন রুজিরা। সেই মামলায় গত ১৭ অক্টোবর ইডি এবং সংবাদমাধ্যমের পরিধি বেঁধে দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। ইডি এবং সংবাদমাধ্যমকে নির্দেশিকা দেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। আদালতের অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশে বলা হয়, যে কোনও ক্ষেত্রে তল্লাশি এবং বাজেয়াপ্তের সময় কোনও লাইভ স্ট্রিমিং (সরাসরি সম্প্রচার) করা যাবে না। তল্লাশি অভিযানের সময় আগে থেকে তা সংবাদমাধ্যমকে জানাতে পারবে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কোথাও তল্লাশি অভিযান চালাতে পারবে না ইডি। এই সংক্রান্ত কোনও খবর পরিবেশন করলে অভিযুক্তের ছবি ব্যবহার করতে পারবে না সংবাদমাধ্যম। চার্জশিট জমা পড়ার আগে কোনও ছবি প্রকাশ করা যাবে না।

মিশ্র আবহাওয়া বঙ্গজুড়ে, আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : ভোরের বাতাসে রয়েছে হালকা ঠান্ডার আমেজ। অন্যদিকে ভোর পেরিয়ে বেলা গড়ালে আবার রোদের তাপ বাড়ছে। গায়ে-কপালে ঘাম জমছে। এদিকে আবার চামড়ায় শুষ্কতার টানও পড়ছে। সবমিলিয়ে মিশ্র আবহাওয়া বঙ্গজুড়ে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই পাশাপাশি উত্তরে বজায় থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া।

মার্চের শুরুতেই রোদের তাপে গ্রীষ্মের অনুভূতি মিলছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আগামী চারদিন এই শুষ্ক আবহাওয়া চলবে। সঙ্গে পারদ চড়বে। দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও বাকি জেলাগুলিতে বৃহস্পতিবার শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । দিন এবং রাতের তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। দার্জিলিংয়েও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এদিন। বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতাতেও তাপমাত্রা যথেষ্ট উপরের দিকে। এখন থেকেই গরম অনুভূত হচ্ছে। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

বুধবার কলকাতা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল ৮৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩০ এবং ২০ ডিগ্রির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করবে।

নিয়ন্ত্রণে মুম্বইয়ে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি. স.) :মুম্বইয়ের পশ্চিম বান্দ্রার পালি হিল অঞ্চলের নাওরোজ হিল সোসাইটিতে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় বুধবার রাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর নেই।

জানা গেছে, ওই বিল্ডিংয়ের ১৪ তলার রান্নাঘর থেকে আগুন লাগে ও ছড়িয়ে পড়ে। ওই সোসাইটিতেই একটি ৫ বিএইচকে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে জ্যাকলিনের। বুধবার রাত ৮টা নাগাদ নার্গিস দত্ত রোডের নাওরোজ হিল সোসাইটির ১৪ তলায় আগুন লাগে। দমকলের অন্তত ৪টি ইঞ্জিন ও অন্যান্য যান দ্রুত পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায়, রাত ৯টা ৩৫ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

অভিজিৎকে সরাসরি নিশানায় নিলেন অভিষেক

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : তাঁকে "তালপাতার সিপাই" বলে কটাক্ষ করে সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, ""নারদ পুরোটাই ষড়যন্ত্র। তালপাতার সিপাই-এর রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল সেটি, কোনও স্টিং অপারেশন নয়।"" বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদানের পরই অভিজিৎবাবুকে সরাসরি নিশানায় নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে অভিষেক লেখেন, ""একেই বলে ১৮০ ডিগ্রি ইউটার্ন। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া একজন বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে তারই হাত ধরে যার সিবিআই এফআইআর-এ নাম আছে! বিচারব্যবস্থার একাংশের সঙ্গে বিজেপি মধুর সম্পর্কের প্রমাণ এই ছবিটাই।"" নারদকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত বর্তমান বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একাধিক তৃণমূল নেতাকে এই মামলার তদন্তে তলব করা, জেলে ভরা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ঠিক এমনই অভিযোগ শাসক দলের। তবে অভিজিৎবাবু অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের প্রবীণ নেতাদের বদনাম করতে এটা করা হয়েছিল। দাবি করেছেন, দুর্নীতির সঙ্গে এর যোগ অনেক দূরে। আগে চক্রান্ত নিয়ে তদন্ত হওয়া দরকার।

মমতার জনগর্জন বার্তার অভিযান শুরু উত্তর কলকাতা থেকে

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার কলেজ স্কোয়্যার থেকে এসপ্লানেডের ডোরিনা ক্রসিংয়ের মিছিল করে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মিছিল। এই ডোরিনা ক্রসিংয়েই মিছিল শেষে একটি সমাবেশ করেন মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিগেডে প্রস্তাবিত জনগর্জন সভার প্রচারও তাঁরা চালান এই মিছিলে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মমতার এই মিছিলে পা মিলিয়েছেন সন্দেশখালির মহিলারাও। এক দিন আগে এই সন্দেশখালি নিয়ে মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সভায় মমতা তারই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন।

মমতার সঙ্গে ছিলেন জুন মালিয়া, নয়না গঙ্গোপাধ্যায়, লাভলি মৈত্র, অসীমা পাত্র, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুষ্মিতা দেব, সাগরিকা ঘোষ। যে সন্দেশখালি নিয়ে এক দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাসতে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল সরকারকে। সেই সন্দেশখালির মহিলারাই বৃহস্পতিবার যোগ দিলেন মমতার মিছিলে।

প্রতিবছরই নারী দিবসে মিছিল করেন মমতা। তবে এ বছর ৮ মার্চের বদলে ৭ মার্চ হচ্ছে মমতার মিছিল এবং তদপরবর্তী সভা। কেন নারীদিবসের এক দিন আগেই সাংগঠনিক কর্মসূচিতে রাস্তায় নামছেন মমতা? অনেকে শুক্রবার শিবরাত্রির পুজোর কথা বললেও অনেকের মতে, পোড় খাওয়া রাজনীতিক মমতা জানতেন, ৬ মার্চ বারাসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্দেশখালি এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আগ্রাসী আক্রমণ করতে পারেন তৃণমূল তথা মমতার সরকারের বিরুদ্ধে। বুধবার সেটাই করেছেন মোদী। তাই আগেই আজ কর্মসূচি ঠিক করে রাখা ছিল।

জলসঙ্কট বেঙ্গালুরুতে, ১ বালতি জলের দাম ২ হাজার টাকা!

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চ (হি. স.): তীব্র জলসঙ্কট চলছে বেঙ্গালুরুতে। তৃষ্ণার্ত শহরে মাত্র এক বালতি জলের দাম পৌঁছেছে ২ হাজার টাকায়! 'টেক সিটি' বেঙ্গালুরুতে এখন জলের জন্য এমনই হাহাকার। পানীয় জল তো বটেই, দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনীয় জলের জন্য পর্যন্ত হাহাকার পড়ে গিয়েছে গোটা বেঙ্গালুরুতে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, বাইরে থেকে এক বালতি জল কিনতে গুনতে হচ্ছে ১০০০ থেকে ২০০০ টাকাও।

কীভাবে জলের এই সমস্যা কাটিয়ে উঠবে তা ভাবতেই হিমসিম খাচ্ছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ইতিমধ্যেই সমস্যা মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খুলেছেন। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কর্ণাটকের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সিদ্দারামাইয়া—সরকারকে একহাত নিয়েছে। গরমের আগেই বেঙ্গালুরুতে জলের এই হাহাকার রীতিমতো চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-NO:11/EE/DIV-I/AMC/2023-24 Dated : 05/03/2024

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	D.N.I.E.T No.33/EE/DIV-I/AMC/2023-24	7,20,984	14,420	60(Sixty) days
2	D.N.I.E.T No.34/EE/DIV-I/AMC/2023-24	6,68,426	13,369	60(Sixty) days
3	D.N.I.E.T No.35/EE/DIV-I/AMC/2023-24	8,97,590	17,952	60(Sixty) days
4	D.N.I.E.T No.36/EE/DIV-I/AMC/2023-24	39,95,155	79,903	90(Ninety) days
5	D.N.I.E.T No.37/EE/DIV-I/AMC/2023-24	24,14,897	48,298	90(Ninety) days
6	D.N.I.E.T No.38/EE/DIV-I/AMC/2023-24	1,36,21,691	2,72,434	90(Ninety) days

1. Last date and time for document downloading/ bidding: 18/03/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of Bid : 18/03/2024 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

সুশান্ত দেব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ্যে জন্য কাজ করে চলেছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন মহিলাদের জন্য কোন কিছুই করেনি। ২০২৩ সালের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মুহূর্তে সিপিআইএম কংগ্রেস জোট হয়ে ত্রিপুরায় বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও সিপিআইএম কংগ্রেস একত্রিত হয়ে আবারও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। তাদেরকে এখন আর বিশ্বাস করছে না মানুষ। রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ও সিপিআইএমের ৩৫ বছর রাজত্ব দেখেছে। তাছাড়া কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলি বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে সারাদেশে ব্যাপক উন্নয়নের জোয়ার বইছে। একই ভাবে রাজ্যের উন্নয়ন হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিকাশ মুখী সরকার চলছে। এই বিকাশ মুখী সরকারের প্রচেষ্টায় ভারত সারা বিশ্বের নাম উজ্জ্বল করেছে। আমাদের গর্ব আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।আরো বলেন, যুব মোর্চার সভাপতি অন্য ১০টা দলের মতো নয়। অন্য দলগুলি যেখানে যুব সহ অন্যান্য মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করে কিন্তু বিজেপি মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। এই চৌপালের মাধ্যমে যুব প্রজন্মের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে আগামী দিনে কি কি চায়।

জনতার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোক। তাছাড়াও কুমারঘাট সাবরে জিস্টারি অফিসে নানা সমস্যা রয়েছে। ডিসিএমের বিরুদ্ধে মর্জিমাফিক কাজ কর্মের অভিযোগ রয়েছে। সাধারন মানুষ,কৃষক, শ্রমিক ই রিক্সা চালক,কর্মচারীসহ ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়তে হচ্ছে। বিগত ২০২৩ নির্বাচনের আগে থেকে কুমারঘাট জুড়ে ইস্ট্যাম্পের সংকট চলছে। এতে মহকুমার মানুষ দের পয়সা খরচ করে কৈলাশহর থেকে ইস্ট্যাম্প আনতে হচ্ছে। এক সময়ে কুমারঘাটের কিছু দোকানে ই স্ট্যাম্প পাওয়া যায়। কিন্তূ এর বিনিময়ের এক্সট্রা ট্যাক্স দিতে হয়! পূর্বে কুমারঘাট কপারেটিভ ব্যাংকেই স্ট্যাম্প মিলত। বর্তমানে পাওয়া না।

উল্লেখযোগ্য, বিষয় যদি কোন ক্রেতা ১ কোটি টাকার জায়গা ক্রয় করে সেখানে ১ কোটি টাকার জায়গার বিনিময়ে পাঁ চ লক্ষ টাকার ইস্ট্যাম্প কিনতে হয়। সরকারি ফিস ধরা হয় এক লক্ষ টাকা। কুমার ঘাট এলাকায় ইস্টাম্পের সংকট থাকার কারনে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার রেভিনিউ মার খাচ্ছে। রয়েছে কয়েকজন তহশিলদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ।নামজারির জন্য সরকার থেকে ১০০০ টাকা গভমেন্ট ফিস ধার্য রাখা হয়েছে। কিন্তূ সেখানে দেখা যায় কিছু কিছু তহশিলদার ১০০০ টাকার বদলে ২ হাজার টাকা ফিস আদায় করছে। কুমারঘাট বাসি এই সমস্ত সমস্যার সমাধান দাবী করছে।

কল্যাণপুরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিচালিত স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে, বিষয়টা এমন নয়, প্রকারান্তরে রাজ্যের শহর থেকে গ্রাম প্রায় সর্বত্রই মহিলারা স্ব সহায়ক গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মনির্ভর করার দিকে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে গোটা দেশের মহিলাদের জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, সর্বোপরি মহিলাদের আত্মনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন যুব নেতৃত্ব সোমেন গোপ।এদিন এলাকার বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সদস্যদের হাতে নিজেদের উদ্যম এবং প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে আরো উজ্জীবিত করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নর্থ ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স এবং মধ্য শহর ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ মার্চ।। নর্থ ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স এবং মধ্য শহর ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্যশিবির আগামী শনিবার। আগামী শনিবার অর্থাৎ নয় মার্চ নর্থ ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স এবং ধর্মনগরের মধ্য শহর ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থাকবেন গোল্ড মেডেলিস্ট চিকিৎসক ডক্টর সম্বুদ্ধ ধর। এই স্বাস্থ্য শিবির কে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকীভবনে বুধবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ধর্মনগর তথা উত্তর জেলার মানুষকে জানান দেওয়া হয়।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশহর ক্লাবের পক্ষে সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাস, সম্পাদক গণেশ চক্রবর্তী, মুখপাত্র দেবাশীষ দেব ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব সঞ্জীব দাশগুপ্ত এবং নিরূপণ দে।

শনিবার অর্থাৎ নয় মার্চ এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করবেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উপস্থিত থাকবেন পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ। সকাল দশটা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য ধর্মনগরে কোন স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ না থাকায় ধর্মনগর সহ উত্তর জেলার সাধারণ বসবাসকারীরা স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে চিকিৎসার জন্য বহি রাজ্যে বা আগরতলাতে পাড়ি দিতে হয়। অনেকের এই সামর্থ্য নেই। তাই তাদের কথা চিন্তা করে ধর্মনগরের মধ্য শহর ক্লাব এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জানানো হয়েছে চিকিৎসককে দেখানোর জন্য আগাম কোন ধরনের রেজিস্ট্রেশন করার দরকার হবে না। উক্ত দিনে যে আগে আসবে সেই আগে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ আরো জানান সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে তারা ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রকল্প জনগণের স্বার্থে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার : মন্ত্রী সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ : সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রকল্প জনগণের স্বার্থে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার।আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স বৈঠকে এমটাই দাবি করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি বলেন, তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ,প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ,মৎস দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনার বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তারঁ দাবি, দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে মানুষ পাচ্ছেন কিনা তা সুনিশ্চিত করতে সমস্ত আধিকারিকদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রকল্প জনগণের স্বার্থে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন মন্ত্রী।

বৃষকেতু

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা সচিবালয়ে নিজ নিজ অফিস কক্ষে আসেন। সচিবালয়ে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়কগণ, টিটিএএডিসি”র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া সচিবালয়ে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মীগণ নবনিযুক্ত মন্ত্রিদের শুভেচ্ছা জানান এবং সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষীকান্ত দাস, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ। বাজারটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৬০ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। উল্লেখ্য, আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ পানিসাগর মহকুমার দেওছড়াতে নবনির্মিত মাশরুম স্পন উৎপাদন কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। এই কেন্দ্রটি নির্মাণে ৪৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া কৃষিমী পানিসাগর মডার্ণ এগ্রি প্রডিউস বাজারের শিলান্যাস করেন। এই বাজারটি নির্মাণে ৬ কোটি ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

টিএসআর বাহিনী, তারা গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।

মনতবে ওই ভিক্ষুকের পরিচয় পাওয়া যায়নি তবে কি কারনে মৃত্যু ঘটল ওই ভিক্ষুকের তাও জানা যায়নি এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

স্থানীয়দের কাছ থেকে আরও জানা যায় যে ওই ভিক্ষুক বেশ কিছুদিন ধরে কৈলাসহর বিদ্যানগর স্কুল মাঠে অবস্থিত একটি গ্রিন রুমের মধ্যে থাকছেন। পরবর্তী সময় কৈলাসহর থানার পুলিশ ওই ভিক্ষুকের মৃতদহ ময়নাতদন্ত করার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে ওই ভিক্ষুকের মৃতদেহ কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মধ্যে রাখা হয়েছে, আগামীকাল ওই ভিক্ষুকের মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হবে বলে জানা যায়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

ছাত্রছাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। সেই জায়গায় অন্য ওয়ার্ড থেকে মহিলা এনে সরকারের নিয়ম ভঙ্গ করায় সকলেই বলছেন ডাল মে কুচ কালা হে। ভূমিদাতা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ভাতিজা বধূকে হেল্পার নিয়োগ করা হয়েছে। যে এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এছাড়াও এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে পিয়ারা বেগম লস্কর সহ বেশ কিছু মহিলা হেল্পার পদে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সকলকে বাদ দিয়ে দুই নম্বর ওয়ার্ড থেকে অন্য এক মহিলাকে এনে কোন সঠিক বিচার করা হয়েছে। তিনি ভাবতে পারছেন না। তবে দীর্ঘদিন ধরে বিষ্ণুপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হেল্পার ছাড়া চললেও হেলদোল নেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের।এলাকাবাসীরা এই বিষয়ে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ চাইছেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, এসসি চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক জয়দীপ রায় বর্মন, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কলম সাহা, কংগ্রেস নেতা অলক রঞ্জন গোস্বামী সহ অন্যান্যরা।

নরেশ

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কটাক্ষ, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের সাংবিধানিক সমাধান নিয়ে এতদিন ধরে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার, ত্রিপুরা ও তিপরা মাথার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর আসলে একটা সাজানো নাটক ছিল।

তাই তিনি জনগণের কাছে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে একত্রে লড়াই করতে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্দেশখালির প্রতিবাদী মায়েদের অভিনন্দন জানাল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, আশ্বাস দিল পাশে থাকার

কলকাতা, ৭ মার্চ : সন্দেশখালির আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদী মায়েদের অভিনন্দন জানাল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকরসহ পশ্চিমবঙ্গের সমিতির ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি পৌঁছয়। সেখানে আক্রান্ত মাঝেরপাড়া গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন সমিতির প্রতিনিধিরা তাঁদের সর্বদা সংগঠিত থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে আক্রান্ত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দেশখালির জনরোষের বহিঃপ্রকাশ দেখেছে রাজ্য তথা সমগ্র দেশ। আজ আন্দোলনের সেই উৎসস্থলে গিয়ে সেখানকার মানুষের বর্তমান অবস্থার খোঁজ নিল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। এদিন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকরের নেতৃত্বে সমিতির ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি পৌঁছয়। সেখানে আক্রান্ত মাঝেরপাড়া গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হন সমিতির প্রতিনিধিরা। তাঁরা সেখানকার

মহিলাদের সুসংগঠিত প্রতিবাদের জন্য তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। মন দিয়ে শোনেন তাঁদের অত্যাচারিত হওয়ার কথা। সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলারা বলেন, শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবপ্রসাদ হাজরারা গ্রেফতার হলেও এখনও এলাকায় ভয়ের পরিবেশ আছে। এখনও বিভিন্ন জনকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা এলাকার মেয়েদের নিরাপত্তা ও শান্তির দাবি জানান। সমিতির অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর বলেন, সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি আগেই তৎপর হয়েছে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের কাশীতে অনুষ্ঠিত হওয়া সমিতির অখিল ভারতীয় বৈঠকে সন্দেশখালির ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছে। এবং সমিতির পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এবার সমিতির পক্ষ থেকে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হবে। পাশাপাশি এদিন সমিতির পক্ষ থেকে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সর্বদা সংগঠিত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। এবিষয়ে জানতে চাইলে বলা হয়, সমিতির মুল লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁদের মানসিক, শারীরিকভাবে আত্মবিশ্বাসী রাখাই প্রাথমিকভাবে ভাবা হয়েছে। যার প্রমান সন্দেশখালির মহিলারা আগেই দিয়েছেন। তবে তাঁদের এই দৃঢ়চেতা মানসিকতা যাতে সর্বদা থাকে তার জন্য সমিতি লাগাতার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়। সেই সঙ্গে চাষের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য আগামী তিন বছরের জন্য জমি আর চাষযোগ্য না থাকায় এলাকার মহিলারা কিভাবে কিছুটা সাবলম্বী হতে পারে সেবিষয়েও ভাবা হচ্ছে সমিতির পক্ষ থেকে। এদিন, মাঝেরপাড়ায় সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হয় জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দেওয়া নিয়ে আক্ষেপ করে ভাইরাল হওয়া ক্ষুদের সঙ্গে। তাঁরা অতটুকু শিশুর অনুভবকে কুর্নিশ জানান। ভবিষ্যতে ভাল মানুষ হিসেবে তৈরি হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করেন।

শুক্রবার দুদিনের অসম সফরে প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন করবেন ১৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প, জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল শুক্রবার দুদিনের অসম সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনের সফরে এসে উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশ কয়েকটি প্রকল্পের। জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে লোকসেবা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর দুদিবসীয় সফরের কার্যসূচি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামীকাল ৮ মার্চ বিকালে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে বিকাল চারটায় চলে যাবেন তেজপুর। সেখান থেকে শনিবার ভোর ৫:৩০টায় কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান (কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্ক)-এ জিপ ও হাতি সাফারি করবেন। প্রায় দুঘণ্টা উদ্যানের নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী।

এর পর তিনি চলে যাবেন অরুণাচল প্রদেশ। অরুণাচল প্রদেশে তিনি পশ্চিম কামেঙের সেলা সুরঙ্গ উদ্বোধন করবেন। তার পর ইটানগরে গিয়ে কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। অরুণাচল প্রদেশে দুটি জনসভায় ভাষণও দেবেন তিনি, জানান হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওইদিনই শনিবার বিকালে ঘুরে আসবেন যোরহাট। এদিন যোরহাটের মেলেং মেটেলি ময়দানে আয়োজিত লক্ষাধিক জনতার সমাবেশ-মঞ্চ থেকে একসঙ্গে উদ্বোধন করবেন ৫,৫৫,৫৫৫টি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-র অধীনে নির্মিত ঘর। নবনির্মিত ঘরে সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হবে মিষ্টির ডালি। এটা গোটা দেশের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের অধীনে তিনসুকিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধনের পাশাপাশি শিবসাগর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মোদী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের বিশেষত্ব হলো বারাউনি থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত ৩,৯৯২ কোটি টাকার পাইপলাইন প্রকল্পের সূচনা করা। এগুলি ৭৬৮ কোটি টাকায় ডিগবয় রিফাইনারি এবং ৫১০ কোটি টাকায় গুয়াহাটি রিফাইনারির সম্প্রসারণ।তাছাড়া শনিবার যোরহাটে কিংবদন্তি আহোম বীর সেনাপতি লাচিত বড়ফুকনের ৮৪ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। লাচিত বড়ফুকনের মূর্তির কেবল পায়ের উচ্চতা ৪১ ফুট। ওই অনুষ্ঠানে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জাল লটারির টিকিট বিক্রি করতে অস্বীকার করায় লটারি ব্যবসায়ীকে মারধর

মালদা, ৭ মার্চ (হি.স): বিহার থেকে সক্রিয় জাল লটারি চক্রের ব্যবসা।জাল লটারি বিক্রির জন্য চাপ এক লটারি ব্যবসায়ীকে। তিনি বিক্রি করতে অস্বীকার করলে জাল লটারি ব্যবসার পান্ডা এবং ওই লটারি বিক্রেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মারধর এবং ভাঙচুরের অভিযোগ। আবার এই প্রসঙ্গে ওই লটারি ব্যবসায়ীর স্ত্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে অভিযোগ নিলেও পাননি রিসিভিং। আরো বিস্ফোরক অভিযোগ রিসিভ চাইতে গেলে জিডিতে থাকা পুলিশ অফিসার হেনস্থা এবং অশালীন মন্তব্য করেন বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ। সমগ্র ঘটনায় জেলা পুলিশ সুপারের দারস্থ ওই লটারি ব্যবসায়ীর স্ত্রী। যদিও ওই পুলিশ অফিসার সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তিনি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে স্তম্ভিত গোটা হরিশ্চন্দ্রপুর। স্বামীকে জাল লটারি বিক্রি করতে বাধ্য করা তার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই এবং মারধর করা হয়েছে এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে অভিযোগ রিসিভ না করে এলাকার এক গৃহবধূকে অশালীন মন্তব্য ও কুরুচিকর ইঙ্গিত করার অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বরুই অঞ্চলের বাসিন্দা লিপি মন্ডলের অভিযোগ তার স্বামী দ্বীপেশ মন্ডলকে জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার পরামর্শ দেন এলাকার বাসিন্দা তথা তার ভাই তাপেশ মন্ডল এবং বিহারের বাসিন্দা মোহাম্মদ খাতিব। কিন্তু তিনি সেই জাল লটারির টিকিট বিক্রি করার প্রস্তাবে অস্বীকার করলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং তার কাছ থেকে ২৪ হাজার ৫০০ টাকা ছিনতাই করে নেওয়া হয়। তার বাড়ি ঘরেও ভাঙচুর চালানো হয়। এই বিষয়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে আসলে সেই সময় ডিউটি অফিসার এসআই শঙ্কর রজক তার অভিযোগ পত্রের রিসিভ দিতে অস্বীকার করেন। পাশাপাশি লিপি মন্ডল কে দীর্ঘক্ষণ থানায় বসিয়ে রাখা হয়। লিপি মন্ডলের আরো অভিযোগ এমনকি থানার বাইরে এসে এসআই শংকর রজক তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন অশালীন ভাষায় কথা বলেন এবং কুরুচি কর ইঙ্গিত করেন। এরপরই তিনি তার অভিযোগ নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে দ্বারস্থ হন।

রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা, বারাসাতের সভা থেকে চিরঞ্জিত

উ ২৪পরগনা, ৭ মার্চ (হি.স): রাজনীতি থেকে বহুবার সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু বারেবারেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর অনুরোধে তিনি নিজের মত বদল করেছেন। তবে এবার রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে আমেরিকায় মেয়ের কাছে গিয়ে থাকতে চান অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বারাসাতের এক জনসভায় এমনটাই মত ব্যক্ত করলেন তিনি।এদিনের সভায় বারাসতের মানুষের ভালোবাসা ও এলাকার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে চিরঞ্জিত বলেন, ””আমি এই যুদ্ধের সিপাই নই। আমি রাজনীতি থেকে বহুবার সরতে চেয়েছি। ততবার আমাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। আবারো ফিরে আসি বারাসাতের মানুষের টানে। আপনাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। তবে এবার আর নয় সরে যেতে চাই রাজনীতি থেকে। মেয়ের কাছে আমেরিকায় গিয়ে থাকতে চাই। এখানে এলাকার অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কলকাতার থেকে কম কিছু নয়। আপনাদের ভালোবাসার টানে বারবার ছুটে আসতে হয়। ছেড়ে যেতে পারিনা।””সামনেই লোকসভা নির্বাচন তার আগেই প্রচারে নেমেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এবারে নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় চমক থাকবে। নতুন মুখও দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তিন খুনের ঘটনায় শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলার ডায়েরি চায় হাই কোর্ট

কলকাতা, ৭ মার্চ, (হি.স.): সন্দেশখালির তিন খুনের ঘটনায় শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। আগামী শুনানিতে এই সংক্রান্ত সব মামলার কেস ডায়েরি পুলিশকে হাজির করতে হবে আদালতে। নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে পুরনো সেই মামলার শুনানি ছিল। সেই মামলায় হলফনামা দেওয়ার জন্য সময় চাইল রাজ্য। ১৯ মার্চ পরবর্তী শুনানি। বিচারপতির নির্দেশ, খুনের অভিযোগে মামলায় নিম্ন আদালতের সমস্ত বিচার আপাতত স্থগিত।এদিনের শুনানিতে, মৃতদের পরিবারের পক্ষে আইনজীবী মামলার বিষয় উল্লেখ করা হয়। তাতে শেখ শাহজাহানের নাম উঠে আসে। মামলাকারী আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, তিনটি খুনের অভিযোগে এফআইআর-এ প্রথমে নাম থাকলেও, শাহজাহানের নাম অজানা কারণেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। তখন শাহজাহান নামটা শুনতেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, “এখন আর চিন্তা কী, সিবিআই হেফাজতেই তো আছেন এই মামলার অভিযুক্ত।”উল্লেখ্য, এই মামলা ২০১৯ সালের। পদ্মা মণ্ডল নামে সন্দেশখালির এক মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী প্রদীপ মণ্ডলকে খুন করেছিল শেখ শাহজাহানের দল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে হাটগাছি অঞ্চলের ৫৬ নম্বর বুথে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। তারপরই ভোটগণনার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে শাহজাহানের লেঠেল বাহিনী হামলা চালিয়েছিল বলে অভিযোগ। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে চোখের মণিতে গুলি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রদীপকে তলোয়ার ও ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয় বলে অভিযোগ করেন স্ত্রী। এরপর থেকে দীর্ঘদিন তিনি তাঁর সন্তানকে নিয়ে ভয়ে বাড়ি ছাড়া ছিলেন।ওই মামলায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তাতে প্রথমেই নাম ছিল শেখ শাহজাহানের। অভিযোগ, এফআইআর-এর প্রথমে নাম থাকলেই শাহজাহানের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ওই বছরই সন্দেশখালির হাটগাছি অঞ্চলের আরও দুজনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরে নদীর ধার থেকে এক জনের হাড়গোড় উদ্ধার হয়। ডিএনএ টেস্ট করে দেখা যায় নিখোঁজ ব্যক্তিরই কঙ্কাল সেগুলো। সেক্ষেত্রে শাহজাহান মূল অভিযুক্ত। কিন্তু এফআইআর থেকে নাম বাদ চলে যায়।

আদালতে স্বস্তি অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ৭ মার্চ, (হি.স.): আদালতে স্বস্তি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর। তাঁর বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল তাতে রক্ষাকবচ দিল আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়া ফাইনাল রিপোর্টও দিতে পারবে না পুলিশ।বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এমনকী অধীরের সঙ্গে কথা বলতে হলে ৪৮ ঘণ্টা আগে তাঁকে জানিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলতে হবে পুলিশকে। সব পক্ষকে তাদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আগামী ৫ এপ্রিল মামলার পরিবর্তী শুনানি।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কিছুদিন আগেই ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ উপলক্ষে বাংলায় এসেছিলেন। সেই সময় রাহুল গান্ধীর কনভয়ের একটি গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সফরে ছিলেন সাংসদ অধীর চৌধুরীও। পুলিশের অভিযোগ, সেখানে তিনি উত্তেজক বক্তব্য রাখেন আর তাতে কংগ্রেস সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কিন্তু অধীরের আইনজীবীর দাবি, ওই কাচ ভাঙার ঘটনা এ রাজ্যের বাইরেই হয়। পুলিশ মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করে তাঁকে হেনস্থা করতে চাইছেন। এদিকে, রাজ্যের দাবি, অধীর যে উস্কানি দিয়েছেন, তাতে ফৌজদারি মামলার ধারা যুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

জাতীয় অনূর্ধ-২০ টুর্নামেন্টের জন্য ফুটবলের সিলেকশন ট্রায়াল ১০ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। রাজ্য ফুটবল দল গঠন করা হচ্ছে। অনুর্ধ-২০ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ এর জন্য। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ছত্তিশগড়ের নারায়াইণপুরে এবারকার অনূর্ধ ২০ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে। ফুটবলে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এ উপলক্ষে আগামী ১০ মার্চ রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সকাল ১০টায় সকল ১-১-২০০৫ থেকে ৩১-১২-২০০৭ তারিখের মধ্যে জন্ম এমন ফুটবল খেলোয়াড়দের উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিএফএ-র সাধারণ সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করেছেন। রিপোর্ট করার সময় অবশ্যই অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট, অরিজিনাল আধার কার্ড এবং দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। সিলেকশন ট্রায়ালে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনও রকম টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের থেকে বাছাই করে রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর ডি.কে প্রধান, ফিজিকেল ইন্সট্রাক্টর শুভেঞ্জিত সিনহা, রাজেশ রায় চৌধুরী এবং এসিস্ট্যান্ট ইন্সট্রাক্টর সুজিত ঘোষ কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

PNIT No.: 19/EE/TLM/2023-24, Dated 05/03/2024.

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of work: Improvement of road from Purnadas para AWC to Nograi Kobra para J.B School and South Durgapur SPO camp under Kalyanpur RD Block (L-3.375 km) under RIDF-XXIX of NABARD. (Job no.TP/COM/192/2023-24). •
DNIET No. 108/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2023-24.
Estimated Cost: Rs/-5,88,34,119.00
Earnest Money: Rs/-11,76,683.00
Bid Fee: Rs/- 8,000.00
Time for completion: 360 days
Last date & time for online Bidding: 30/03/2024 upto 3:00 P.M.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C/ 5066/24

(Er. G. Jamátia)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).
Teliamura, Khowai, Tripura.

No.2239-40/F.57 (01)/TSR-9/QM/24
//NOTICE INVITING TENDER//

Dated, the 5th March,2024

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed tender/quotation from the Bonafide firms /Registered firms/ Manufacturers /Authorized dealers /Govt. contractors/ trade licence holder for supplying different type of Paints / Electric goods/ Sports items/ Utensils / Iron items/ Miscellaneous & Expendable items / Electric tools/ P.A equipment/ Training Aids and Job works etc. during the financial year 2024-2025 for 9th Bn TSR (IR-IV).
02. Tender form, List of items, Terms and Conditions for supply of above mentioned items may be collected from the Office of the Commandant, 9th Bn TSR (IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South, Tripura during office hours up to 15.03.2024 on cash payment of Rs. 200/- or the same can also be available in website www.tripura.gov.in.
03. The tender will be received up to 1700 hours on 15.03.2024 and will be opened on 16.03.2024 at 1100 hours, if possible.

ICA/C/ 50 57/24

Commandant
9th Battalion TSR(IR-IV)
Hichacherra, Jolaibari, South Tripura

PNIeTNo. 390-405/EE/DWS/BLG/2023-24 dated 05/3/2024

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. on 15/03/2024 for " (1).Rewinding of burned (3HP/2 HP) submersible motor & repairing of pump of SBDTW under Boxanagar, Jampuijala Block (2).Providing & fitting, fixing of starter spare parts & other electrical accessories, panel board under Jampuijala, Bishalgarh, Charilam Block, (3).Constn. of CC platform, GI post in/c necessary fittings attached to different DTW & SBDTW scheme for FHTC under Jampuijala Block (4).Constn. of 4 Nos. boosting station of 20,000 Gallon capacity RCC ground reservoir with p/house in/c allied works under Boxanagar Block" .For details please visit https://tripuratenders .gov.in and https:// etenders.gov.in/eprocure /app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

ICA/C/ 5052/24

(Er.Subir Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

NOTICE INVITING e-TENDER
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIeT) NO.: 04 MMC_MLG_eTENDER_2023-24

The CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Melaghar Municipal Council Melaghar Sepahijala Tripura on behalf of the "Hon'ble Chairperson, Melaghar Municipal Council" invites Online Tender for the following works:

Sl.	DNIeT no.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Feĕ
1	08/MMC/MLG/DNIeT/2023-24	₹ 1,468,736.00	₹ 29,375.00	180 days	Rs. 1,000.00
2	10/MMC/MLG/DNIeT/2023-24	₹ 1,467,821.00	₹ 29,356.00	180 days	Rs. 1,000.00
3	11/MMC/MLG/DNIeT/2023-24	₹ 2,173,720.00	₹ 43,474.00	180 days	Rs. 1,000.00
4	12/MMC/MLG/DNIeT/2023-24	₹ 2,332,558.00	₹ 46,651.00	180 days	Rs. 1,000.00

Last date & time for online Bidding: 08/04/2024 upto 3:00 PM
Date & time for opening Tender: 08/04/2024 at 4:00 PM (if possible)
Bid document can be seen in the website: https://tripuratenders.gov.in
(from 07/03/2024 to 08/04/2024)
For any enquiry, please contact by e-mail to: melaghar.mc@gmail.com

ICA/C/5047/24

Chief Executive Officer
Melghar Municipal Council
Melghar Sepahijal, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/30/2023-24
Dated:-05/03/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below;

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF DROPPING OF TENDER	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	87/EE-IED/AMB/2023-24	₹ 4,32,269.00	₹ 8,645.00	At 14.00 Hrs on 14/03/2024	Upto 14.00 Hrs on 15/03/2024	At 15.00 Hrs. on 15/03/2024

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.
1CA/C/ 5042/24

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD Ambassa, Dhalai Tripura

টিসিএ একাদশ ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। একসময়ের দক্ষ ক্রিকেটার, রাজ্য দলের হয়ে একাধিকবার প্রতিনিধিত্ব করা। এমনকি নেতৃত্বও দিয়েছেন রাজ্য দলকে - এমন সব এক্স- ক্রিকেটাররা আজ দারুন একটা ম্যাচ উপহার দিয়েছেন। যদিও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। টি-২০ ফরম্যাটে, সাংবাদিক ক্রিকেটারদের দল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ও ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এক্স প্লেয়ারস একাদশের মধ্যে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। টস জিতে জেআরসি-র অধিনায়ক অভিষেক দে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে আয়োজক টিসিএ টিমকেই ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানালে, সীমিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জেআরসি ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। ব্যাটিংয়ে টিসিএ এক্স প্লেয়ার্সদের পক্ষে ওপেনার বাপ্পা দাসের ৮৮ রান, সুবল চৌধুরীর অপরাজিত ২৫ রান, অমিত দাসের ২১ রান, অধিনায়ক গৌড়পদ বণিকের ১৫ রান এবং রাজেশ বণিকের অপরাজিত ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। জেআরসি-র পক্ষে সুব্রত দেবনাথের ৩৩ রান, মনোজিৎ দাসের ২৬ রান, মেঘধন দেবের ১৩ রান এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথ এর ১১ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে জেআরসি-র অনির্বাণ দেব ও অভিষেক দে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। টিসিএ এক্স-প্লেয়ার্সের রাজীব সাহা ১৩ রানে ২ উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলারের পুরস্কারও পেয়েছেন। ৫০ বল খেলে ৮টি বাউন্ডারিও ৬টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৮ রান সংগ্রহ করে বাপ্পা দাস সেরা ব্যাটার্স এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পান। জেআরসির বাপন দাস, প্রসেনজিৎ সাহা, মিল্টন ধর, অরূপ রায় বর্মন, অভিষেক দেববর্মা, দিব্যেন্দু দে, জাকির হোসেন, বিষ্ণুপদ বণিকের পারফরম্যান্সও ছিল উল্লেখ করার মতো। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে, জেআরসি-র সভাপতি তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দু-দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার-স্কোরার এবং ফিজিও স্টাফদেরও টিসিএ-র পক্ষ থেকে স্মারক উপহারে সম্মানিত করা হয়। শুরুতে প্রীতি ম্যাচের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে টিসিএ-র সভাপতি তপন লোধ, সচিব সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী প্রমূখ দু দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান এবং নিয়মিত এই প্রীতি ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। জেআরসি-র পক্ষ থেকে টিসিএ-র সভাপতি, সচিব, কোষাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে টিসিএ-র টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান চিরঞ্জীব দে, সদস্য শ্যামল ভট্টাচার্য সহ জেনারেল বডির মেম্বার ও কর্মকর্তা রঞ্জন দত্ত, রাকেশ দাস, সুমন্ত সাহা, সঞ্জয় বোস, সুরজ দেবনাথ, মনীষ ঘোষ, নাজমুল হোসেন উৎপল আচার্য, ধীমান দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উৎসাহ উদ্দীপনায় ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে পদক জয়ী খেলোয়াড়রা অর্থ পুরস্কারে সম্মানিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। যুব খেলোয়ারদের স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ জারি রয়েছে। অর্থ রাশিতে সম্মানিত করা তাদের মধ্যে অন্যতম। ক্রীড়া মহলে ব্যাপক উৎসাহ। পদকজয়ী খেলোয়াড়রা এভাবে প্রাইজমানিতে পুরস্কৃত হলে নিঃ সন্দেহে আগামী দিনে সাফল্যের লক্ষ্যে খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হবে। যুব খেলোয়াড়দের স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে এবং মাঠে ও মাঠের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই ক্রীড়াবিদদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করতে আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিভাবান ক্রীড়া ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধিত করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস, খেলো ইন্ডিয়া জনজাতি স্পোর্টস কম্পিটিশন জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক জয়ী খেলোয়াড়দের মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার স্কিম এর অধীনে অর্থ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের হাতে অর্থ পুরস্কার তুলে দেন। প্রায় ৮০ জন সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের বিশেষ করে স্বর্ণপদক বিজয়ীদের এক লক্ষ টাকা করে, রৌপ্য পদক বিজয়ীদের ৫০ হাজার টাকা করে, ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ীদের ২৫ হাজার টাকা করে এবং দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ীদের সাড়ে ১২ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

WALK-IN-INTERVIEW

A **WALK-IN-INTERVIEW** will be held on **15th March, 2024 at 11 A.M.** in the office chamber of the undersigned for filling up of vacant post of **01 (One) No. Anganwadi Worker (AWW) & 02 (Two) Nos. Anganwadi Helper (AWH)** in the various Anganwadi Centre (AWC) due to retirement of existing Anganwadi Worker & Anganwadi Helper as per the list appended below on purely Temporary **"NO WORK NO HONORARIUM"** basis in the Khowai Municipal Council Area under Office of the Child Development Project Officer, Khowai NP ICDS Project, Khowai, Tripura. In this connection a prescribed format of Application & other details are available in the Office of the undersigned as per schedule.

Sl. No	Name of the Anganwadi Centre	Khowai Municipal Council Ward No.	Number of Vacant Post: Anganwadi Worker (AWW)	Number of Vacant Post: Anganwadi Helper (AWH)
1.	Yog Biyog AWC	Ward No. 3	01 (One)	NIL
2.	Biplabi Jatin Das AWC	Ward No. 6	NIL	01 (One)
3.	Satyajit Roy AWC	Ward No. 11	NIL	01 (One)

Eligibility Criteria :

1. Only Female married / Widow Candidates are eligible to apply for the post of Anganwadi Worker / Anganwadi Helper. Normal residents of the village (in case of Rural Area) / Ward (in case of Urban Area) where Anganwadi Centre is located and belongs to the feeder Village / Wards of the Anganwadi Area are eligible to apply.

2. For Anganwadi Worker minimum qualification shall be **Matriculate** and for Anganwadi Helper minimum qualification shall be **Class – VIII Passed.**

3. Age as on 7th March, 2024 between 18-45 Years; 05 (five) years relaxation for SC / ST / Divyangjan (Differently able) candidates.

4. Application shall be received in the office of the undersigned from 7th March, 2024 to 14th March, 2024 on all working days from 11-00 A.M. 04-00 P.M.

5. Honorarium for Anganwadi Worker (AWW) Rs. 8000/- (Rupees Eight Thousand) only Per Month and for Anganwadi Helper (AWW) Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand) only Per Month.

Child Development Project Officer,
Khowai N.P. ICDS Project,
Khowai, Tripura.

ICA/D-1916/24

e-PNIT No.: 43/EE-V/AGT/PWD(R&B)/23-24
Dated 5th March,2024 Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenderin single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	2	3	4	5	6	7
1	44/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs. 24,25,902.79	Rs.48,518.00	120 days	Up to 15.00 Hrs on 26.03.2024	At 16.00 Hrs on 26.03.2024 (If possible)
2	45/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs. 24,26,782.11	Rs.48,536.00	120 days		
3	46/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs. 24,21,593.84	Rs.48,432.00	120 days		
4	47/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs. 24,23,142.34	Rs.48,463.00	120 days		
5	48/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs. 24,22,873.18	Rs.48,457.00	120 days		
6	49/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs. 24,23,141.12	Rs.48,463.00	120 days		
7	50/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs.24,25,420.19	Rs.48,508.00	120 days		
8	51/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs.24,13,223.02	Rs.48,264.00	120 days		
9	52/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs.24,24,494.20	Rs.48,490.00	120 days		
10	53/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs.24,26,361.97	Rs.48,527.00	120 days		
11	54/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs.24,25,290.02	Rs.48,506.00	120 days		
12	55/ DNIT/EE-V/AGT/PWD/2023-24	Rs.24,21,731.97	Rs.48,435.00	120 days		

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/5063/24

For and on behalf of the Governor of Tripura.
[Er.M.Kapali]
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura.

নারী দিবস উদযাপনে টিসিএ-র বিশেষ অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আগামীকাল এক দারুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথমত, এবারকার ক্রিকেট মরশুমে জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে গ্রুপ লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্যায়ে উন্নীত রাজ্য দলের ক্রিকেটারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের বেশ ক-জন সাফল্য অর্জনকারী মহিলা ক্রীড়াবিদকেও সংবর্ধনা জানানো হবে। পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে একটি টি-১০ প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচও অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবং ম্যাচে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজের গোল-অ্যাসিস্টে জিতল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার, ৭ মার্চ (হি.স.) : চ্যাম্পিয়নস লিগে কোপেনহেগেনের বিরুদ্ধে আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ানের একটি আসিস্ট ও একটি গোলে জিতল ম্যানচেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে ৩-১ গোলে জিতল ম্যানচেস্টার সিটি। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে জয় দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। দুই লেগ মিলিয়ে তাঁরা জিতল ৬-২ গোলে। খেলার শুরুর ৫ মিনিটেই গোল পায় স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ পাশ থেকে দারুণ এক ভলিতে গোল করেন ম্যানুয়েল আকানজি। এই গোলের ৪ মিনিট পর হুলিয়ান আলভারেজ গোলের বাবধান বাড়ান ২-০। ম্যাচের ২৯ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করতে সক্ষম হয় সফরকারী দল। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে আবার গোল করে ম্যানচেস্টার সিটি। আরলিং হলান্ডকে গোল করতে এবার সহায়তা করেন রদ্রি। দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল হয়নি। তাতে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয় সিটিজেনদের।

লিডস ফুটবল টিমের এক কিশোর শততম টেস্টের সামনে

ধরমশালা, ৭ মার্চ (হি.স.) : বাবা ডেভিড বেয়ারস্টো ছিলেন ইয়র্কশায়ারের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। খেলেছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়েও। তাঁর ছেলে জনি বেয়ারস্টো। এক সময় ফুটবল দিয়ে কেরিয়ারটা শুরু লিডস ইউনাইটেডের অ্যাকাডেমিতে। কে জানত সেই কিশোরটিই ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন। বৃহস্পতিবার সেই কিশোরই ইংল্যান্ডের হয়ে ধরমশালায় খেলছে শততম টেস্ট। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে ২০১১ সালে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক, ২০১২ সালে অভিষেক হয় টেস্টে।

নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

কলমচৌড়া আই.সি.ডি.এস প্রজেক্টের অধীন কলমচৌড়া আর.ডি.ব্লকের অন্তর্গত ৬টি (ছয়) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ৬ (ছয়) জন অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগ করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য কলমচৌড়া সি.ডি.পি.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

ক্রমিক নং	ব্লক	গ্রাম পঞ্চায়েত	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নাম (যে কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকার শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হইতেছে)	শূন্যপদের সংখ্যা
১	কলমচৌড়া	রানীবাড়ী	টিলাবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
২	কলমচৌড়া	সাতআঙ্গম	মধ্য বিজয়নগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
৩	কলমচৌড়া	তারকপুর	মোহনটিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
৪	কলমচৌড়া	রাজনগর	গঙ্গারজল অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
৫	কলমচৌড়া	বাঘন	মধ্য বাঘন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
৬	কলমচৌড়া	সরসপুর	সরসপুর ওয়ার্ড নং ৬ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
			মোট	৬

বিঃদ্রঃ আবেদন করার শেষ তারিখ হচ্ছে ১৬ই মার্চ, ২০২৪ইং।

(স্বাক্ষর)
সি.ডি.পি.ও
কলমচৌড়া আই.সি.ডি.এস প্রজেক্ট
কলমচৌড়া, উত্তর ত্রিপুরা

ICA/D-1919/24

বৃহস্পতিবার প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ ও প্রজ্ঞার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন সাংসদ তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

'চাই ড্রাগস মুক্ত সমাজ' আগরতলায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আগরতলা, ৭ মার্চ।। 'চাই ড্রাগস মুক্ত সমাজ' শ্লোগানকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্য ভারত স্কাউটস ও গাইডসের উদ্যোগে এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় আজ সকালে আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি রবীন্দ্রভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিটি সেন্টারের সামনে এসে সমাপ্ত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য পতাকা নাড়িয়ে শোভাযাত্রার সূচনা করেন। তাছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা প্রবাল কান্তি দেব, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা রাজ্য ভারত স্কাউটস গাইডস এর শাখা কার্যনির্বাহক রমেন্দ্র রিয়াং, ইয়থ সার্ভিস শাখা কার্যনির্বাহক অর্জন দেবনাথ, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এর সহ সম্পাদক অপু রায়, ত্রিপুরা রাজ্য ভারত স্কাউটস গাইডস এর সাংগঠনিক কমিশনার মৃদুল মজমদার এবং সহ সাংগঠনিক কমিশনার বিজয় আচার্য প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে ২০০ জন স্কাউটস এবং গাইডস অংশগ্রহণ করে।

র‍্যালিকে কেন্দ্র করে স্কাউটস ও গাইডসদের তরফে সারাদিনব্যাপী ড্রাগসের উপর সচেতনতা মূলক আলোচনা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার উপর বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছে স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন। স্কাউটস গাইডস এর সদস্যরা সর্বদাই সমাজসেবা মূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। কোভিড মহামারির সময়েও ত্রিপুরা রাজ্য ভারত স্কাউটস এণ্ড গাইডস এর সদস্যরা তাদের সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল।

কুমারঘাট সাব রেজিস্টারি অফিসে কাজকর্ম বন্ধ, ভোগান্তি আম জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট , ৭ মার্চ।। কুমারঘাট সাবরেজিস্ট্রি অফিসে গত এক সপ্তাহ ধরে কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। এতে স্বাভাবিক কারণেই আম জনতার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কুমারঘাট তহশীল অফিস সংলগ্ন এলাকায় মহকুমা সাব রেজিষ্টার অফিস অবস্থিত। সেখানে গত ১ মার্চ থেকে রেজিস্টারি হচ্ছে না সপ্তাহে তিন দিন কাজ কর্ম হয়।

কুমারঘাট মহকুমা তিনটি বিধানসভা নিয়ে ঘটিত। এর মধ্যে রয়েছে ৫৯ নং পেচারথল বিধানসভা" ৫০ নং পাবিয়াছড়া" এবং ৫১ নং ফটিকরায় বিধানসভা। এই তিন বিধানসভার জমি বিষয়ক সমস্ত কাজকর্ম এই অফিস থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। অফিসের সাব রেজিস্টার হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন ডি সি এম শুভঙ্কর সেন এবং দলিল রেজিস্ট্রির সুপারভাইজার পদে দায়িত্ব রয়েছেন সূর্য রায়।

সপ্তাহে সোম, বুধ, শুক্র এই তিনদিন রেজিস্ট্রি হয়। সাব রেজিস্ট্রি অফিসে নিযুক্ত সুপারভাইজার সূর্য রায় এক সপ্তাহ আগে বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়। বর্তমানে সূর্য রায় কৈলাশহরে চিকিৎসাধীন। ডেপুটেশনে কোন অফিসারকে নিয়োগ করা হয়নি। কুমারঘাট মহকুমার কাঞ্চনবাড়ি, ফটিকরায়, গঙ্গানগর গোকুলনগর, কৃষ্ণনগর বেতছড়া, কাঞ্চনবাড়ি সোনাইমুড়ি, মাছমারা, পেচারথল সহ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষজনকে সময় স্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

মহকুমাবাসীর দাবি , সাব রেজিস্ট্রি অফিসে অতি সত্বর একজন অফিসারকে ডেপুটেশনে নিয়োগ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোপন খবরের ভিত্তিতে ৫ টি মহিষ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ মার্চ।। মহিষ আটক করল ইরানি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা হীরাছড়া এলাকায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি মহিষ উদ্ধার করে।

উক্ত বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইরানি থানার ওসি যতীন্দ্র দাস বলেন আজ বিকেল বেলা। ইরানি থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে ডেপাছরা থেকে পাঁচটি মহিষ বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে পাচারকারীরা হীরাছরার দিকে নিয়ে আসছে।, পরবর্তী সময় পুলিশ হীরাছড়া এলাকায় ছুটে যায়।

প্রায় ২ ঘন্টা হীরাছড়া এলাকায় একটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি মহিষ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।পরবর্তী সময় সেই মহিষ গুলি উদ্ধার করে ইরানি থানায় নিয়ে আসে।বর্তমানে সেই মহিষ গুলি ইরানি থানার হেফাজতে রয়েছে। যদিও কোন পাচারকারীকে ধরতে পারেনি ইরানি থানার পুলিশ। পুলিশের অনুমান সেই মহিষগুলি অবৈধভাবে ভারত থেকে পাচারকারীরা বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান ইরানি থানার ওসি যতীন্দ্র দাস।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত ঃ সুশান্ত দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ মার্চ।। গত ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠান করেছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। সেদিন থেকেই ভারতবাসীর সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু সময়ের অপেক্ষা। এমনটাই বললেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুটি আসন বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শাসক দল। ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি দল।

যুব মোর্চার জাতীয় ও রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে যুবমোর্চার উদ্যোগে যুব চৌপাল কর্মসূচি ।ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চা নির্দেশানুক্রমে রাজ্য জুড়ে এখন যুব চৌপাল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।যুব মোর্চার উদ্যোগে চৌপাল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে রাজ্যের দুইটি আসনে প্রচারণাকে আরও তীক্ষ্ণ করতে চাইছে শাসক দল।

এই কর্মসূচি অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিকালে খোয়াই যুব মোর্চা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে চৌপাল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব চৌপাল কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য সুমন দাস, খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, যুব মোর্চার সভাপতি সত্যজিৎ পাল, জেলা স্তরীয় যুব মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্বরা।এদিনের এই জনসভা শুরু হওয়ার পূর্বে বিজেপি সোনাতলা শক্তি কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথ থেকে যুবক-যুবতীরা জমায়েত হয় সভা স্থলে। এদিনের সভায় নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের উপস্থিতি ছিলেন লক্ষণীয়।

বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার বলেন,আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যুব মোর্চার সাংঘটনিক পরিকাটামোকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করতে রাজ্য ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে যুব চৌপাল কর্মসূচি। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কেন্দ্রে চারশো বেশি আসন নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে এটা নিশ্চিত। বিগত বছর গুলিতে ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি জনসাধারণের জন্য কাজ করে চলেছে।

মহিলা স্বশক্তি করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেজামারায় সুরেন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নতুন পাকা বাড়ির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। রাজ্য সরকার গুণগতমানের শিক্ষা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হেজামারায় সুরেন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই নতুন পাকা ভবন শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দারুন সহায়ক হবে বলে আশা ব্যক্ত করলেন অভিভাবকরা।

সিমনা বিধানসভার মধ্যে সুরেন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়টিকে বিদ্যা জ্যোতি বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তারই অঙ্গ হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন পাকা ভবন। যা নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। আর ডি দপ্তর এই নতুন পাকা বাড়িটি নির্মাণ করেছে।

এই দিন এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার চাইছে গুণগতমানের শিক্ষা দিয়ে ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের পঠন-পাঠনের কাজ চলছে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান রাখেন পড়াশোনা করে শুধুমাত্র ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হলেই চলবে না। একজন সৎ এবং ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ছেলেমেয়েদের ড্রাগসের নেশা থেকে দূরে থাকার জন্যও অনুপ্রাণিত করলেন মন্ত্রী। বললেন বর্তমান সমাজের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ড্রাগ। এই সমস্যা থেকে নিজেদের দূরে রেখে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার জন্য পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিনের উদ্বোধনী পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিমনা বিধানসভার বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, টিটিএএডিসির ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম জেলার ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার রুপন রায়, মহকুমা শাসক সুভাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

নারী শক্তি বন্ধন অনুষ্ঠান কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ৭ মার্চ।। নারী শক্তি বন্ধনে দেশে ভাজপা সরকার গঠনের অঙ্গীকার।খোয়াই জেলার কল্যানপুর বিধানসভা এলাকার স্বসহায়ক দলের মা-বোনদের নিয়ে সম্মিলিত সভায় আবারও দেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের অঙ্গীকারের শপথ নেওয়া হয়। গোটা দেশের সাথে সংগতি রেখেই কল্যাণপুর নতুন মোটরস্ট্যান্ডে নারী শক্তি বন্ধন শীর্ষক সাড়া জাগানো কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট মন্ডল এলাকার প্রায় আট শতাধিক মহিলা স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের এবং মহিলা পরিচালিত এনজিও সদস্যদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি গোটা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলে। কর্মসূচির শুরুতেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও বার্তা উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা নেতৃত্ব সোমেন গোপ ,জয়ন্ত সাহা, সরস্বতী দেবনাথ প্রমুখ। প্রধান অতিথির ভাষণে বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন বর্তমান সময়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের জমানায় গোটা দেশে নারীদের আত্ম সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রী দাস চৌধুরী দাবি করেন গোটা দেশের মধ্যে যেভাবে মহিলাদের আত্মনির্ভর করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তা দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের স্বসহায়ক গোষ্ঠীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দাবি করেছেন এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শুধুমাত্র মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

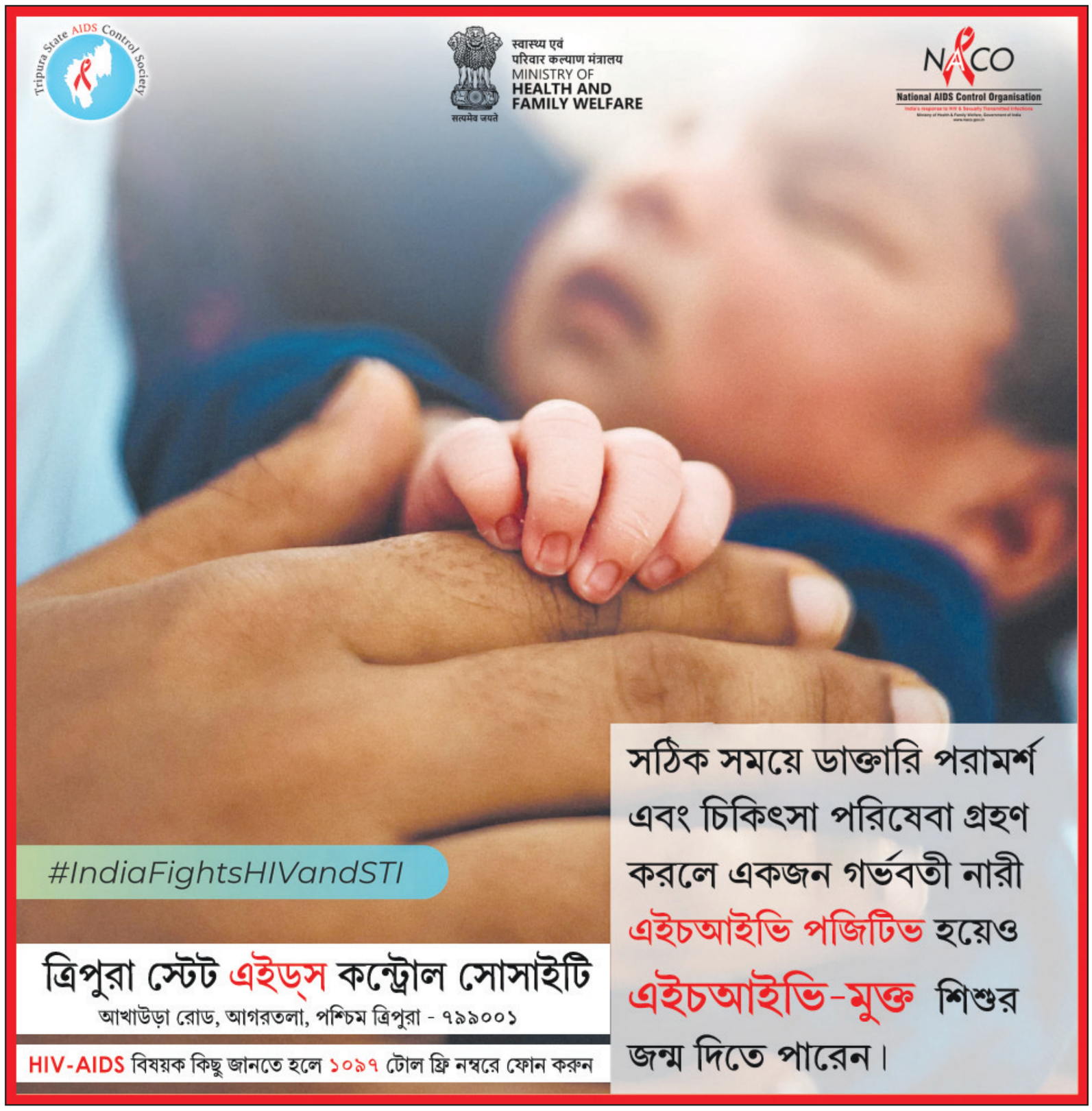

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।